টিমন অফ এথেন্স

(সেক্সপীয়র অবলম্বনে)

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা – ৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৬৮

মুদ্রাকর :
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

মহাকবির প্রথমতম ট্রাজিডী টাইটাস য়্যাণ্ড্রোনাইকাস, আর শেষ ট্রাজিডী—টাইমন অফ্ এথেন্স। প্রথমতম ট্রাজিডীতে যে ব্যথার উন্মেষ, যে নিয়তির প্রচণ্ডতা দেখা দিয়েছিল, তাই-ই সংহত, সংযত হয়ে উঠল শেষ বিয়োগান্ত নাটকে। কিন্তু নাটক হিসেবে এটিকে সমালোচকেরা দুচোখে দেখতে পারেন না। কেউ বলেন, এটি বড় দুর্বল, চরিত্র চিত্রনে নেই গভীরতা, ব্যক্তিত্ব এখানে নাটকীয় সংঘাতে গড়ে ওঠে না। তাই কেউ কেউ এটিকে একটি প্রক্ষিপ্ত রচনা বলেও মনে করেন। তার মানে—এটি মহাকবির নয়, এটি অনামা কোনো কবির মহাকবির নামের মার্কাধারী রচনা।

কিন্তু এটি অমূলক ধারণা।

মহাকবির জীবনে এসেছিল সঙ্কট। সে-সঙ্কট শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। তিনি তাঁর সমকালের সামাজিক বাস্তবের চেহারা দেখে হতাশায় মুহ্যমান হয়েছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতা হয় তো কিছুটা খর্ব হয়ে গিয়েছিল। বাস্তববাদী মানবতাবাদী কবির পক্ষে সেই তো স্বাভাবিক। কিন্তু 'টাইমন' তবুও তাঁর একখানি ভাল নাটক, যদিও একে সেরা নাটক বলতে বাধে। কিন্তু এর মহত্বও আছে। সময়ে সময়ে এখানেও মহৎ প্রতিভার দীপ্তি আমরা দেখতে পাই। আবার তাঁর মতামতও এখানে লক্ষ্যণীয়। তিনি আদিম পুঁজীর বিরুদ্ধে এখানে জেহাদ চালিয়েছেন।

তিনি দেখেছিলেন, সোনার কি পরিণাম। সোনা সব কিছুকে কেমন বিপরীত করে তোলে। এই যে পুঁজীর প্রতি আঘাত, এ তো মানবতাবাদীদের চিরকাম্য। আর মহাকবি তো ছিলেন প্রথম দলের মানবতাবাদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। না হলেও অন্যতম। আর এই নির্মম আঘাতেই তাঁর নাটকখানি মানবতাবাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজ চারশো বছর পরে তাঁর অনেক নাটক শুধু নামে আছে। সেগুলি মঞ্চস্থ হয় না, কেউ পড়ে না, একমাত্র পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু টাইমন সেদিক থেকে এখনো আদরণীয়।

এই নাটকখানি আমাদের দেশে অবহেলিত হয়েই আছে। এখানির কাহিনী জানা তো দূরের কথা, নামও অনেকে জানেন কি না সন্দেহ।

তাছাড়া, এটি পাঠ্যতালিকাও ভুক্ত হয়নি বলে বই-পরিচয়ের আলো দেখেনি। কিন্তু এর ভিতরে ধনবাদের নির্মম অভিশাপের যে-ছায়া আছে সে তো আজকের যুগে প্রকাশিত। সেই হিসেবেই নাটকখানিকে বিচার করা দরকার। তাছাড়া, নাটকীয়তার দিক থেকেও নাটকখানি এমন নীরস নয়, যাতে আমাদের মনে ভাবাবেগ সঞ্চার করতে পারে না। বরং আমরা টাইমনের সঙ্গে সঙ্গে ধনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীই হয়ে উঠি।

—অশোক গুহ

পাত্রপাত্রী

অ্যাথেন্সের টাইমন

লুসিয়াস লুকালাস সেমপ্রনিয়াস	ঐ তোষামোদকারী বন্ধুর দল

ভ্যান্টিডিয়াস—টাইমনের এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধু

আলসিবিয়াডিস—অ্যাথেন্সের সেনাদলের একজন সেনাপতি

এপেমেন্তাস—একজন দার্শনিক

ফ্লাভিয়াস—টাইমনের ভাণ্ডারী

কাসিনিয়াস লুসিলিয়াস সার্ভিলাস	টাইমনের ভৃত্যগণ
কাপিস কিলোথাস টাইটাস	মহাজনকের ভৃত্যগণ

হর্টেনসিয়াস

কবি

চিত্রকর

স্বর্ণকার

সদাগর

ব্যবসায়ী

একজন বৃদ্ধ অ্যাথেন্সবাসী

তিনজন বিদেশী

বালক ভৃত্য

ভাঁড়

ফ্রিনিয়া টিমাণ্ড্রা	আলসিবিয়াডিসের সঙ্গিনী
কিউপিড জনগণ	মুখোস নাচের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ

সীনেট সদস্যগণ, রাজকর্মচারীগণ, সৈনিকগণ, দস্যুদল, অনুচরগণ

সংযোগস্থল—অ্যাথেন্স ও তার নিকটবর্তী অরণ্য

টাইমন অফ্ আথেন্স

সূচনা

ট্রাজিডী বহু লিখেছেন মহাকবি। কমেডীতে তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত, ট্রাজিডীতেও তাই। আর ট্রাজিডীতে তাঁর খ্যাতি আরো বেড়ে গেছে। সে-খ্যাতি আজও দেদীপ্যমান হয়ে আছে। ওথেলো, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ—আজও দেশে দেশে পাঠকের মন টানে। তাদের অতলান্ত গভীরতায় পাঠক তলিয়ে যান, ব্যথায় মন ভারী হয়ে ওঠে, নিয়তির খেলা দেখেন। এ-নিয়তি গ্রীক-নিয়তির মতো অলিম্পাসবাসী দেবতাদের সৃষ্টি নয়, এ নিয়তি মানুষের নিজের মনে, নিজের কর্মে, নিজের পরিবেশে সৃষ্টি হয়। এ নিয়তি তাই সর্বকালের মানুষের মনকে স্পর্শ করে। যদিও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এবং ডাইনীরাও কখনো কখনো এর উপলক্ষ্য হয়ে আসে, কিন্তু আসলে সে ঐ মানুষেরই গড়া। মহাকবির ট্রাজিডী সেদিক থেকে গ্রীক ট্রাজিডীর পরিশোধিত রূপ, তার উন্নীত সংস্করণ।

টাইমন অফ্ আথেন্স মহাকবির এমনি একখানি ট্রাজিডী। এর রচনাকাল ঃ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ বলে অনুমিত। এবং এইখানিই মহাকবির সর্বশেষ ট্রাজিডী। ট্রাজিডীর যে সুর টাইটাস য়্যাণ্ড্রোনিকাস ও রেপ অফ দি লুকারে ধ্বনিত হয়েছিল, যে ট্রাজেডী উত্তুঙ্গে উঠেছিল লীয়ারে, ওথেলোতে, ম্যাকবেথে—তারই শেষ পরিণতি টাইমন অফ আথেন্সে—যদিও পরিণতিকে উত্তুঙ্গের মহিমা দেওয়া যায় না; বরং বলা যায়, স্তিমিত প্রতিভারই দান।

সমালোচকেরা ছিদ্রান্বেষী হন—একথা সকলেই জানেন। এবং এঁদের খাড়ার ঘা মড়ার উপরে পড়তেও ছাড়ে না। জীবিতদের

কথা কোন্ ছার। তাই মহাকবির এই নাটকখানি নিয়ে অনেক কাটাই-ঝাঁড়াই হয়ে গেছে। কারো কারো মতে, এখানি তার অন্যান্য ট্রাজিডীর তুলনায় একেবারে নিকৃষ্ট, চরিত্রগুলি অস্পষ্ট আর কাব্য ও সেখানে নীরেশ। কারো কারো মতে এ বুঝি মহাকবির রচনাই নয়। মহাকবির নামে অন্যের রচনা। মহাকবির নামের আড়ালে মন্দকবিযশোপ্রার্থীর আনাড়ী প্রচেষ্টা।

এমনি মত মহাকবির দু-একখানি পালা সম্পর্কে আছে। এমন কি মহাকবির যে অস্তিত্ব ছিল না, এমন মতও একসময়ে চালু ছিল। রোজার বেকনকে তখন এই নাটকগুলির সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত করার একটা ফ্যাসানও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে-মত ধোপে টেকেনি। আজ তো সে-মত বাতিল।

'টাইমন অফ আথেন্স' মহাকবির নিজস্ব রচনা—এ সম্পর্কে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়। তবে প্রতিভারও জরা আছে, তারও আছে ক্ষমতার হ্রাস। আর মহাকবির প্রতিভায় যদি বৃদ্ধবয়সে জরার কলঙ্কই পড়ে থাকে, তাতে তো তাঁকে দোষী করা যায় না। কেউ কেউ বলেন, শেষ জীবনে মহাকবির এসেছিল হতাশা। নিজের পারিবারিক জীবনে যে মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল, সে-ছায়া প্রতিভাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। আবার কোনো কোনো মার্কস্‌বাদী সমালোচক এরই মধ্যে তাঁর সময়ের সমাজের হতাশাও লক্ষ্য করেছেন। এই সামাজিক বাস্তবতার মূল্য কষতে গিয়ে তিনি পেয়েছিলেন হতাশা, সেই হতাশাই তাঁর নাটকে ধ্বনিত হয়েছে।

এই নানা মুনির নানা মতকে বাতিল করে দিয়ে একথা বলা যায়, টাইমন অফ্ আথেন্স, হ্যামলেট, ওথেলো, য়্যাণ্টনী য়্যাণ্ড ক্লিয়োপাট্রার জুড়ি না হলেও কমজোরী নয়। এটি যে মহাকবির কীর্ত্তি, সেকথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তার কাব্যধারায়, তার নাটকীয় সংঘাতে, পরিবেশে। মহাকবি এখানে মানুষের অর্থ-সঞ্চয়ের আদিম বৃত্তির যে ভিত্তি দৃঢ়ীভূত, তারই উপর আঘাত হেনেছেন।

টাকার যে কলুষিত প্রভাব, যাতে মানুষে মানুষে সম্পর্ককে কলুষিত করে, যাতে সবাইকে স্বধর্মচ্যুত করে—সেই কলুষকেই মূর্ত করে তোলা হয়েছে। মহাকবি ছিলেন পরম মানবতাবাদী। মানবতাবাদই ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি সামন্ততন্ত্রের কোটরে মানুষ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভা সেই কোটরেই তাঁকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেয়নি। তিনি সেই সামন্ততন্ত্রের মুমূর্ষারই নিন্দা করেছেন তাঁর নাটকে। যে নতুন ধনিকতন্ত্র এসে দেখা দিল তার অবক্ষয়ের পরে, তার গুণগানও গেয়েছেন য়্যান্তনিয়োর মতো মানবতাবাদী বুর্জোয়াদের চরিত্র-সৃষ্টিতে। কিন্তু বুর্জোয়ারা যে এরই মধ্যে, তাদের মানবতাবাদের জোব্বা খসিয়ে ফেলবেন, একথা মহাকবি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। পরে সেকথা তিনি জানলেন, বুঝলেন। সেখানে শ্রেণীর অনুদারতাই বড় হয়ে উঠবে, এই কথাই তিনি টের পেয়ে গেলেন। তারা যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে তাদের মহামানবতার ধর্ম, পৃথিবীকে একীকরণের ধর্ম বিচ্যুত হয়েছে, একথা তিনি বুঝতে পারলেন। তাই পারিবারিক শোকে আহত বৃদ্ধ—তাঁর শেষ ট্রাজিডীতে এই কাহিনীই লিখলেন। 'টাইমন অফ্ এথেন্স' সেই কাহিনী। এর নাটকীয় মূল্য যদি ওথেলো, হ্যামলেটের পাশে ম্লান হয়ে যায়, তবু টাইমন এরই জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, মানবতাবাদী মহাকবিকে চিনিয়ে দেবে। তিনি যে এই নূতন উদিত শ্রেণীকে চিনতে পেরেছিলেন, একথাও জানিয়ে দেবে। এই প্রসঙ্গে মহাকবির পরেই আর এক মহাকবির কথা মনে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ। মহাকবির প্রায় তিনশো বছর পরে জন্মে তিনি আরো জটিল পৃথিবীর বাসিন্দে হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বুঝেছিলেন যে, সভ্যতার সংকট উপস্থিত। তিনিও সামাজিক পরজীবী ভূরিভোজীদের চিনেছিলেন।

টাইমন নয়া শ্রেণীর মানুষ, আধুনিক চিরপরিচিত অভিধায় তিনি বুর্জোয়া। অভিজাত নীলরক্তের চিহ্ন পর্যন্ত তাঁর নেই। তবে রথসচাইল্ড যে অর্থে বুর্জোয়া, হেনরী ফোর্ড যে অর্থে বুর্জোয়া—মর্গ্যান যে-অর্থে

বুর্জোয়া তা নয়। তিনি মহাকবির আমলের পুরানো সদাগর শ্রেণীরই মানুষ। আর এক য়্যান্তনিয়োও তাঁকে বলা যায়। উদার, মহৎ, বন্ধুদের জন্য উৎসর্গীত প্রাণ বুর্জোয়া—রকফেলার বা ফোর্ড শত দানে, শত ফাউণ্ডেশন-বৃত্তি সৃষ্টিতেও তা হতে পারেন না। কেন পারেন না, তার কারণ তাঁদের যুগ। মহাকবি তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে সেই যুগ যে অনাগত ভবিষ্যৎ নয়, এসে গেছে, তারই কথা বলেছেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারতা তখনি অন্তর্হিত। টাইমনের পরিবেশ যখন পরিবর্তিত তখন পুরানো মূল্যকে আঁকড়ে ধরে তিনি থাকবেন কি করে তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে? তাই তিনি হলেন অপাংক্তেয়, হলেন রিক্ত, সর্বস্বান্ত। শ্রেণীর মানুষ হয়েও হলেন শ্রেণীচ্যুত—এর কারণ তাঁর আদর্শ।

মহাকবি সামন্ততন্ত্রের পতনের জন্য এখানে দুঃখ প্রকাশ করেন নি। তাঁর ইতিহাসবোধ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল, সামন্ততন্ত্র ভাঙছে, ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নবোদিত শ্রেণীর আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অনুরাগ—যে আদর্শ পৃথিবীকে মেলাবে,—সেই আদর্শের পতনেই তাঁর ক্ষোভ দেখা দিল। তিনি দেখেছিলেন নতুন যুগ আসছে, নতুন যুগের পতাকা উড়ছে। আর সেই যুগের পতাকাবাহী না হতে পারেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেই যুগ যখন সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে নামল, তিনি তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কি হোল? ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যতই বাড়তে লাগল, মানবতা ততই অন্তর্হিত হতে লাগল। মহাকবির শেষ বয়সে তিনি এই পতন দেখে পতনের কথাই বলতে চাইলেন। বুর্জোয়া অতিমানব আর রইল না—এই হোল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। মহত্ত্বহীন টাকা-আনা-পাই তাকে গ্রাস করছে, অতিমানব অতিদানব হয়ে দাঁড়াচ্ছে —এই অনুভূতি তাঁকে পেয়ে বসল। আর তাই টাইমনকে তিনি সৃষ্টি করলেন ঘোর অবিশ্বাসীরূপে, অবিশ্বাসের অন্ধকারে ভরে দিলেন। কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারেই এর সমাপ্তি হল না, মহাকবি হতাশার মধ্যেই আদর্শের জন্য সংগ্রাম করলেন। এইখানেই মহাকবি হলেন মহত্তো

মহীয়ান। যা পৃথিবীর সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দেখা যায় নি, তাই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীর রচনায়।

মানবতাবাদী মহাকবির এই পরিচয় নাটকখানি পড়লেই আপনা থেকে মনে আসে। যদি তা নাও আসে 'আথেন্সের টাইমন'কে আমরা ভুলতে পারি না। সমাজের প্রতি, পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ টাইমন আমাদের অন্তরের অন্তরে গিয়ে ঠাঁই নেয়। আমরা মহাকবির সর্বশেষ ট্রাজিডীকে সর্বশ্রেষ্ঠের সঙ্গে আসন দিতে না পারি, তবু তাকে নিকৃষ্ট বলে উড়িয়ে দিতেও পারিনে। আজকের যুগে ধনতন্ত্রের উত্তুঙ্গে তো আরোও তা অসম্ভব।

'টাইমন অফ আথেন্স' আমাদের বাংলাদেশে অনূদিত হয়নি। এখানি অন্যান্য বহু নাটকের মতোই অবহেলিত। কিন্তু এর ভিতরে যে ঘটনা-সংস্থান এবং অপূর্ব নাট্য-কৌশলের প্রয়োগ আছে, তা যদি আমদানি হোত, তাহলে আমরা সুখীই হতাম। যাহোক, যা হয়নি, তা নিয়ে অনুশোচনা করব না। বরং এখানি সেদিক থেকে পরিবেশন করতে পেরে আমি খুশী। সর্বশেষে এই কথাটি বলেই এই সূচনা শেষ করছি যে, এটি মহাকবির সর্বশেষ ট্রাজেডী বলেই এর ভিতরে পরিণত প্রতিভার এমন পরিচয় আছে, যা পরিণত প্রতিভাতেই সম্ভব। এ প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথকে আনছি, তাঁরই উদাহরণ এনে হাজির করছি। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনায়ও অনেক সময় ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। যেমন তাঁর সর্ব শেষ গল্প কিন্তু তাতেও এমন জিনিস আছে, যা পরিণত প্রতিভারই কীর্ত্তি। অপরিণত প্রতিভায় তা সম্ভব নয়।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

রোমান পৃথিবী নয়, গ্রীক পৃথিবী। রোম নয়; গ্রীস। আর সেই গ্রীসের মহাসমৃদ্ধ এথেন্স নগরী।

স্থান বা সংযোগস্থল আমাদের জানা, কাল কখন তা আমরা জানি না। মহাকবিও তার নির্দেশ দেন নি। তবে গ্রীক মহিমার যুগ বোধহয় এ নয়।

টাইমনের গৃহ দেখা গেল। ধনী সদাগরের যে রকম গৃহ হয়, এও তেমনি। তবে গৃহের অভ্যন্তরে থাকতে পারে দেশ-বিদেশের নানা দুর্লভ সামগ্রী, নানা কৌতূহলের বস্তু। হয়তো পারস্যের গালিচায় তার মেঝে মোড়া থাকতে পারে; হয় তো ভারতের স্থাপত্যকলার নিদর্শন থাকতে পারে ঘরে ঘরে; হয় তো থাকতে পারে নানা তসবির। তবে আমরা ওসব জানি না, ওসব প্রযোজকের খেয়াল-খুশী-মর্জি।

টাইমন সদাগর, তিনি সংস্কৃতিবান মানুষ। তাঁর গৃহ কবি-চিত্রকরদের মিলনক্ষেত্র। মণিকার, সদাগর, নানা ব্যবসায়ীরাও সেখানে এসে জড়ো হন। এখানে হরেক কিসিমের মানুষের হরেক রকম ভিড়। আজও প্রশস্ত কক্ষের দরজায়-দরজায় তাঁদেরই ভিড় দেখতে পাচ্ছি।

কবি এক দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন, চিত্রকরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি বললেন,

"শুভদিন কামনা করি।

আপনার কুশলে আমি সুখী, চিত্রকর উত্তর দিলেন।

বহুদিন দেখা হয়নি, কবি বললেন, দুনিয়ার হালচাল কি?

ছুনিয়া পুরানো হয়ে যাচ্ছে, যত বয়েস বাড়ছে, তত পুরানো।

তা তো জানি, কবি হাসলেন। কিন্তু বিশেষ খবর কি? অদ্ভুত কিছু ঘটল কি? যার তুলনা নেই। দেখুন, অপূর্ব দানশীলতার দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি ঐ সদাগরকে চিনি।

আমি ও ঐ সদাগরকে চিনি, ঐ মণিকার আমার চেনা। সদাগর আর মণিকার কাছে এগিয়ে এলেন।

সদাগর এগিয়ে এসে বললেন, তুলনাহীন মানুষ! অতি সজ্জন।

মণিকার বললে, আমি এনেছি একখানি মণি।

দেখি তো, সদাগর বললেন, আপনি কি টাইমনের জন্য এনেছেন?

যদি দর-দামে বনে। কিন্তু—

সদাগর মণিখানি নিয়ে দেখে বললেন, ভালই তো দেখছি।

মহার্ঘ মণি, দেখুন। মণিকার বললে, ঐ যে জলের মতো দেখাচ্ছে ভিতরে।

কবি চিত্রকরকে বললেন, আপনি কি এনেছেন?

একখানি ছবি, চিত্রকর উত্তর দিলেন। আপনার বই বেরুচ্ছে কবে?

যে কোন সময়ে বেরুতে পারে। কবি বললেন। দেখি এ কার ছবি?

ছবি দেখালেন চিত্রকর, কবি প্রশংসা করলেন। ছবির চোখ যেন সত্যিকারের চোখ, অধরে মহাকল্পনায় স্ফূর্তি। ছবি যেন প্রকৃতির শিক্ষয়িত্রী। এ জীবনের চেয়ে জীবন্ত।

এমন সময় ক'জন সিনেটসভ্য এলেন, হলঘর অতিক্রম করে চলে গেলেন।

এঁরা কারা। চিত্রকর শুধালেন।

এঁরা এ্যাথেন্সের সিনেটের সভ্য। আপনি মোহানাটা লক্ষ্য করুন। অতিথির পর অতিথির স্রোত আসছে। আমি এমন একজন মানুষের বর্ণনা করেছি, যাঁর কাছে এই পৃথিবী এসে মিশেছে। এ এক সাগর-

সঙ্গম। সবাই লর্ড টাইমনের সেবায় উৎসর্গীত। তাঁর অতুলন সম্পদ। অতুলনীয় তিনি। এমন কি আমাদের দার্শনিক এপেমেন্তাসও তাঁর সেবা করছেন।

আমি ওঁদের দুজনকে আলাপ করতে দেখেছি, চিত্রকর জানালেন।

ভদ্র, কবি বললেন, আমি সৌভাগ্যকে বসিয়েছি উত্তুঙ্গ পাহাড়ের উপরে সিংহাসনে। তাঁর সেবায় সবাই নিয়োজিত, ভাগ্যদেবীর সেবকেরা আছেন নীচে। যাঁদের উপর তাঁর চোখ প্রথম পড়েছে, তিনি আমাদের টাইমন। ভাগ্যদেবী তাঁর শ্বেত বাহু দিয়ে তাঁকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

এঁরা বলাবলি করছেন এমন সময় টাইমন এসে প্রবেশ করলেন। প্রতি প্রার্থীকেই তিনি ভদ্রভাবে সম্বোধন করলেন। ভেন্টিডিয়াস তাঁর বন্ধু, তাঁর কাছ থেকে লোক এসেছে তিনি তার সঙ্গে কথা বলছেন। লুসিনিয়াস তাঁর চাটুকার অনুচর। তার পশ্চাতে অনুচরের দল।

কি বলছ, সে বন্দী? টাইমন শুধালেন।

হাঁ প্রভু, ভেন্টিডিয়াসের কাছ থেকে আগত লোকটি বললে। পাঁচ ট্যালেণ্ট তাঁর ঋণ। তাঁর দেবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু মহাজনেরা একেবারে একরোখা। তাই তিনি আপনার শরণার্থী।

টাইমন বললেন, দেখ, বন্ধুর যখন প্রয়োজন, আমি তাঁকে ফেলে দিই না। আমি জানি, তিনি সাহায্য পাবার যোগ্য, তিনি তা পাবেনও। আমি তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্ত করে দেব।

আপনি তাঁকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন প্রভু, লোকটি বললেন।

আমার কথা তাঁকে বলবেন, টাইমন বললেন, আমি তাঁর মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিচ্ছি, মুক্তি পেয়ে তিনি যেন আমার কাছে আসেন। শুধু দুর্বলকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেই হয় না, তাকে পরেও সাহায্য করতে হয়।

আপনি সর্বতোভাবে সুখী হোন। লোকটি এই বলে চলে গেল।

একজন বৃদ্ধ অগ্রগামী হয়ে এসে এমন সময় দাঁড়ালো সম্মুখে। প্রভু টাইমন, আমার কথা শুনুন, বৃদ্ধ বললে।

বলুন, স্বচ্ছন্দে বলুন। টাইমন উত্তর দিলেন।

আপনার লুসিনিয়াস নামে একটি অনুচর আছে।

বোধহয় আছে। তার কি হয়েছে?

লুসিনিয়াস কাছে ছুটে এল।

বৃদ্ধ বললে, প্রভু এই সেই মানুষ। এ রোজ রাতে আমার বাড়িতে যায়। আমার একমাত্র কন্যা আছে গৃহে, আর কেউ নেই। আমার যা আছে সে তা পাবে। কন্যা রূপবতী—আমি তাকে বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষাও দিয়েছি। ওকে প্রেম জানাবার চেষ্টা করে আপনার এই মানুষটি। আপনি ওকে নিবৃত্ত করুন এই আমার প্রার্থনা। আমি তো বলে বলে ব্যর্থ হয়েছি।

মানুষটি কিন্তু সৎ, টাইমন বৃদ্ধকে বললেন।

তার সততার পুরস্কার সে অন্যত্র পাক্, কিন্তু আমার কন্যাকে সে পাবে না।

আপনার কন্যা কি ওকে ভালবাসে? টাইমন শুধালেন।

সে অল্পবয়েসী, যৌবন তো পরিণাম ভাবে না।

টাইমন এবারে লুসিনিয়াসের দিকে ফিরে বললেন, লুসিনিয়াস, তুমি কি কুমারীকে ভালবাস?

হাঁ। তিনিও আমাকে বাসেন, অনুচর লুসিনিয়াস উত্তর দিলে।

তা যদি হয়, বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন, যদি আমার সম্মতি না থাকে, তা হলে আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে দুনিয়ার ভিখারীরা, ওকে আমি কিছুই দেবনা।

তার যোগ্য হতে হলে কত সম্পত্তি প্রয়োজন? টাইমন শুধালেন।

তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দরকার।

মহাশয়, আমার ঐ অনুচরকে বাক্য দান করুন, আমি তাকে আপনার কন্যার যোগ্য করে দেব।

প্রভু, বৃদ্ধ আনন্দিত। তাহলে আমার কন্যা তার হল। আমার হাতে হাতে দিন, এই আমার প্রতিশ্রুতি।

লুসিনিয়াস বললে, আপনার ঋণ আমি ভুলব না।

বৃদ্ধের সঙ্গে লুসিনিয়াস চলে গেল।

এবার কবি এগিয়ে এসে উপহার দিলেন তঁর কবিতা—আমার শ্রমের উপহার গ্রহণ করুন, আপনি দীর্ঘজীবী হোন্।

ধন্যবাদ, টাইমন বললেন, আপনি এখনি আমার উত্তর পাবেন। চলে যাবেন না। ওকি, বন্ধু, চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওখানে কি আছে?

একখানি ছবি, চিত্রকর জানালেন। প্রভু গ্রহণ করবেন বলেই এনেছি।

চিত্র তো আমি চাই, টাইমন বললেন। চিত্র যেন প্রায় প্রকৃত মানুষ। যখন থেকে মিথ্যা আর নীচতা মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে এসেছে, তখন থেকে মানুষ তো ছবির জগৎ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। বাঃ! আপনার ছবিটি আমার পছন্দ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে আমি ডাকছি।

এবার মণিকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, মহাশয়, আপনার মণি এরই মধ্যে দ্যুতিহীন হয়ে গেছে।

সে কি! আমার মণি নিন্দনীয়! আপনি ধারণ করে দেখুন! এটি বিরলতম মণি।

এবার এপেমেন্তাস এসে প্রবেশ করলেন। ইনিই দার্শনিক।

এখনো মণিকারের সঙ্গে আলাপে ব্যাপৃত টাইমন, তিনি বললেন, বাঃ চমৎকার বলেছেন।

সদাগর বললেন, না, না, সাধারণ কথা বলেছেন সাধারণ ভাষায়—যা সব সাধারণ মানুষই তাঁর সঙ্গে বলে উঠবে।

আরে দেখুন, দেখুন—কে এসেছেন। শুভ হোক তোমার আগামী দিন এপেমেন্তাস।

এপেমেন্তাস বললেন, তোমার শুভ আগামী কালের জন্য তুমি বসে থাক। যখন তুমি টাইমনের কুকুরের সামিল হবে, আর এই ধূর্তগুলো সৎ হবে।

ওদের ধূর্ত বলছ কেন। টাইমন হাসিমুখে শুধালেন?

ওরা এথেন্সবাসী নয়?

হ্যাঁ।

তাহলে আমার অনুতাপ হয় নি।

এপেমেন্তাস আপনি আমাকে জানেন, মণিকার বললেন।

হ্যাঁ জানি কিন্তু ঐ নামেই তোমাকে ডাকছি, এপেমেণ্টাস উত্তর দিলেন।

এ তোমার গর্ব এপেমেন্তাস, টাইমন বললেন।

আমার গর্ব এই যে আমি টাইমন নই।

কোথায় চলেছ? প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলেন টাইমন।

একজন সাধু এথেন্সবাসীর মাথায় বাড়ি মারতে চলেছি।

তার জন্যে তোমার মৃত্যু হবে।

ঠিক বলেছ, কিছু না করাই আইনত যদি মৃত্যু হয়, তাহলে হবে।

টাইমন ছবিখানি দেখিয়ে শুধালেন, কেমন দেখছো ছবিখানি?

যারা অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে সেরা ছবি, এপেমেণ্টাস উত্তর দিলেন।

ভাল আঁকা হয়নি?

এপেমেণ্টাস দার্শনিক, তিনি একটু ঘুরিয়ে বললেন, যিনি চিত্রকরকে এঁকেছেন, তিনি এর চেয়ে ভাল, ছবিখানি নিকৃষ্ট।

চিত্রকর জ্বলে উঠে বললেন, তুমি একটা কুকুর।

তোমার মাও আমার জাতের। এপেমেন্তাস বললেন, আমি যদি কুকুর হই তো তিনি কি?

তুমি ভদ্রমহিলাদের অপমান করছ, টাইমন বলে উঠলেন।

এপেমেন্তাস হেসে উত্তর দিলেন,

ওঁরা মহাধনীদের গ্রাস করবার জন্য সন্তান প্রসব করেছেন।

ওকথা নয়, টাইমন নিষেধ করলেন, আচ্ছা এই মণিখানি কেমন?

আমি ও-সম্পর্কে ভাবিনে।

কবি এবার কাছে এসে বললেন ; দার্শনিক মশাই, কেমন আছেন?

তুমি মিছে বলছ।

আপনি দার্শনিক নন?

হাঁ।

তাহলে আমি মিছে বলছিনে।

তুমি কি কবি নও?

হাঁ।

তা'হলে মিছে বলছ, তোমার ঐ শেষ পুথিখানি, সেখানে তুমি টাইমনকে সবার সেরা মানুষ বলেছ।

আমি শুধু বলিনি—তিনি তাই…

হাঁ, তিনি তোমার কাছে সেরা, তোমার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দেন বলে, তোষামোদেও ভোলেন বলে। হায় দেবতা, আমাকে মহাধনী করলে না কেন?

এপেমেন্তাস, তাহলে তুমি কি করতে? টাইমন শুধালেন।

এপেমেন্তাস এখন যা করছেন তাই করতেন, এপেমেন্তাস উত্তর দিলেন। আমি মহাধনীকে ঘৃণা করতাম।

সে কি, নিজেকে ঘৃণা?

হাঁ?

কেন?

মহাধনী হবার মতো, আমার বুদ্ধি নেই বলে। সদাগরের দিকে চেয়ে এপেমেন্তাস বললেন, আপনি সদাগর না?

হাঁ, সদাগর উত্তর দিলেন।

আপনার বাণিজ্য চুলোয় যাক, দেবতারা যদি চুলোয় না দেন তবু ও চুলোয় যাক।

সদাগর বললেন, বাণিজ্যে সর্বনাশ হলে দেবতারা তা করবেন।

তাহলে বাণিজ্যই আপনার দেবতা, আপনার দেবতা নিপাত যাক!

হঠাৎ দামামা বেজে উঠল, একজন দূত এসে প্রবেশ করল।

টাইমন শুধালেন দূতকে, কি ব্যাপার? কেন বাদ্য বেজে উঠল?

আলসিবিয়াডিস বিশজন ঘোড় সওয়ার নিয়ে এসেছেন, দূত জানালে।

টাইমন অনুচরদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন—ওঁদের ব্যবস্থা কর!

অনুচরেরা চলে গেল।

টাইমন সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা আজ আমার ভোজে নিমন্ত্রিত। চলে যাবেন না—আপনাদের ধন্যবাদ জানাব আমি। ভোজ শেষ হলে, আমাকে বলে যাবেন।

এথেন্সের সেনাদলের সর্দার আলসিবিয়াডিস তাঁর অনুচরগণ সহ এসে প্রবেশ করলেন। সবাই অভিবাদন জানালেন।

আলসিবিয়াডিস এসেই বললেন, মহাশয় আপনাকে অনেক দিন দেখিনি, আমার হৃদয় আপনার অদর্শনে তৃষ্ণার্ত হয়েছিল।

স্বাগত বন্ধু, টাইমন বললেন। আপনারা আসুন, আমরা আনন্দে কাটাই।

এপেমেন্তাস ছাড়া আর সবাই একে একে চলে গেলেন। আবার অন্যদিকের দরজা দিয়ে দুজন অভিজাত এসে প্রবেশ করলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন, এপেমেন্তাস, এখন সময় কত?

এখন সাধুতার সময়। এপেমেন্তাস হাসলেন।

একজন সভাসদ বললেন, তুমি টাইমনের ভোজে থাকছ তো?

হাঁ থাকছি। আর এই দেখতে থাকছি মানুষ কি করে ধূর্ত্তদের পেট ভরায়, মদ কি করে নির্বোধদের উত্তপ্ত করে।

বিদায়, তাহলে বিদায়, দ্বিতীয় অভিজাত বললেন।

দুবার বিদায় জানিয়ে তুমি বোকা হলে।

কেন এপেমেন্তাস?

একটা বিদায় নিজের জন্য রাখা উচিত ছিল, আমি তোমাকে একটি সম্ভাষণও জানাব না।

যাও, দূর হও! নয় তো আমি লাথি মারব দ্বিতীয় অভিজাত বলে উঠলেন।

মার না! আমি কুকুরের মতোই গাধার পেছনে পেছনে ছুটব।

এপেমেন্তাস এই বলে চলে গেলেন।

প্রথম অভিজাত বললেন, আরে চল, চল! ওটা কি মানুষ! চল—টাইমনের ভোজের আস্বাদ নিইগে!

সত্যি, টাইমনের তুলনা হয় না, দ্বিতীয় অভিজাত বললেন, তিনি যেন দুহাতে দান করছেন; ধনের দেবতা পর্যন্ত যেন তাঁর ভাণ্ডারী। কেউ তাঁকে উপহার দেয় না, তিনি নিজে যে উপহার দেন, তা তো শেষ হয় না।

দুজনে নিষ্ক্রান্ত হলেন; দৃশ্যও পরিবর্ত্তিত হল।

॥ দুই ॥

টাইমনের ভোজনাগার। সুসজ্জিত কক্ষ, এখানে-ওখানে মহার্ঘ কৌতূহলদ্দীপক সামগ্রী। ভোজের টেবিলে পরিবেশিত হয়েছে খাদ্য। অনুচরেরা তদারক করছে। এবার টাইমন এলেন, তাঁর সঙ্গে আথেনসের অভিজাতমণ্ডলী।

ভেণ্টিডিয়াসও আছেন, তাঁকে সদ্য মুক্ত করে এনেছেন টাইমন। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এপেমেন্তাস, তিনি অসন্তুষ্ট মানুষ। ভোজ্যবস্তু দেখেও তাঁর অসন্তোষ যায় নি।

ভেণ্টিডিয়াস টাইমনকে বললেন, মানী টাইমন, আমার পিতা আমাকে ধনবান করে গেছেন, সবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমি আপনার স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ সহ। আপনার সাহায্যেই আমি মুক্তি পেয়েছি।

টাইমন সহাস্যে মাথা নেড়ে বললেন, না না, ভেণ্টিডিয়াস, আপনি আমার ভালবাসায় সন্দেহ করেছেন। আমি চির দিনের জন্য ও টাকা দিয়েছি।

ধন্য আপনি।

না, না, ধন্যবাদ নয়। আবার হেসে বললেন টাইমন। যেখানে সত্যিকারের বন্ধুত্ব থাকে, সেখানে শুষ্ক ধন্যবাদের প্রয়োজন কি। ভদ্র, আমার ধন দৌলতের চেয়ে আপনারাই আমার কাম্য।

সকলে উপবেশন করলেন টেবিলে।

প্রথম অভিজাত বললেন, সে কথা আমরাও স্বীকার করি।

এপেমেন্তাস অমনি বলে উঠলেন, স্বীকার করেন!

আরে এপেমেন্তাস যে! টাইমন বললেন—এসো, এসো।

তুমি আমাকে স্বাগত জানিয়ো না টাইমন, এপেমেন্তাস বললেন। আমি এসেছি, তুমি আমাকে দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলে।

তুমি বড় চাষাড়ে এপেমেন্তাস। তাঁকে ভৎর্সনা করলেন টাইমন। তোমার অমন রসিকতা মানুষকে মানায়না। ও-রসিকতা পাশব। শুনুন আপনারা, অভিজাতমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, এই লোকটি সবসময়েই ক্রুদ্ধ। ওঁকে আমার অনুচরেরা একটা আলাদা টেবিল দিক? উনি আমাদের সঙ্গ চান না, সঙ্গের উপযুক্তও নন।

আমি, এপেমেন্তাস বললেন, তোমার চেয়ারের পাশে থাকব। আমি দেখতে এসেছি। আমি তোমাকে সতর্ক করে দেব।

তোমার কথায় আমি কান দিই না। তুমি এথেন্সবাসী, তাই তুমি স্বাগত। আমার নিজের ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার মাংস যেন তোমাকে নীরব রাখে। সে যেন তোমার মুখকে চুপ করিয়ে দেয়।

তোমার মাংস আমি ঘৃণা করি। আমি তো তোষামোদ করি নে।

এপেমেন্তাসের তীব্র স্বর ঝরে পড়ল।

ঐ মাংস আমার গলায় আটকে যাবে। হায় দেবতা, কত লোক টাইমনকে গ্রাস করছে, সে দেখতে পাচ্ছে না। এত লোক ওর রক্তে মাংস ভিজিয়ে খাচ্ছে, আর ও দেখতে পাচ্ছে না। ও উন্মাদ, ও তাদের দিকে চেয়ে হাততালি দিচ্ছে।

আমার মনে হয়,

মানুষকে কি বিশ্বাস করতে পারে?

মানুষ?

টাইমন একথা শুনে বলে উঠলেন, আপনারা স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করুন।

এদিকে-এদিকে পানীয়। প্রথম অভিজাত বলে উঠলেন। এদিকে বয়ে যাক সুধার স্রোত।

হাঁ, বয়ে যাক, এপিমেণ্টাস বলে উঠলেন। তারপরে তিনি মন্ত্র আওড়ালেন—

অমর দেবতারা, আমি ধন চাই না।
আমি আমার জন্যে ছাড়া কারো জন্যে
প্রার্থনা করি না।
আমাকে এই বর দাও,
আমি যেন মানুষকে বিশ্বাস না করি ;
তার শপথ বা চুক্তি যেন
অবিশ্বাসের কারণই হয়।
ঘুমন্ত কুকুরকে যেমন বিশ্বাস করে না,
বেশ্যার কথা যেমন বিশ্বাস
করতে হয় না—আমিও
যেন তেমনি কাউকে বিশ্বাস না করি।
ধনী পাপ করে, আমি ফলমূল
খাই।
স্বস্তি স্বস্তি।

তিনি পান-ভোজন করতে লাগলেন।

কেউ তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন না, তাঁরা পান-ভোজনে রত।

কথা প্রসঙ্গে একজন অভিজাত বললেন,

ভদ্র টাইমন আমরা দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি আপনাকে যেন জীবনে একবার সাহায্য করবার সুযোগ পাই, তাহলে আমরা আমাদের বন্ধুত্ব দেখাবার সুযোগ পাব।

টাইমন হেসে বললেন, বন্ধুগণ, দেবতারা সে সুযোগ আপনাদের দেবেন। তাছাড়া আপনারা বন্ধু হবেন কি করে! আপনারা আমার অন্তরের আত্মীয়, অন্তরঙ্গ। যদি বন্ধুর দরকার না হয়, তাহলে বন্ধু কিসের জন্যে? যদি তাঁরা প্রয়োজনে না এলেন, তাহলে তো তাঁরা অপ্রয়োজনীয় জীব। তাঁরা তো হবেন বাকস্‌জাত সুন্দর বাদ্যযন্ত্রের

মতো। আমি তো অনেক সময় গরীব হতেই চাই, যাতে আপনাদের আরো অন্তরঙ্গ হতে পারি। পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি। আর সে সাহায্য তো বন্ধুর অর্থ। আমরা পরস্পর ভাই ভাই, আমাদের পরস্পরের ধন পরস্পরের জন্যেই। আমি আপনাদের ভ্রাতৃত্ব-কামনায় পান করছি।

তিনি সুরাপাত্র মুখে তুললেন, আর সবাইও তুললেন।

টাইমন, এপেমেণ্টাস বললেন, তুমি কেঁদে কেঁদে ওদের সুরা পান করতে বলছ।

দ্বিতীয় অভিজাত মন্তব্য করলেন, আমার চোখে আনন্দের অশ্রু।

এমন সময় পরিচারক এসে জানাল, কয়েকজন ভদ্রমহিলা দর্শন-প্রার্থীনী।

তাঁদের নিয়ে এস।

মুখোসধারীরা প্রবেশ করল। মুখোস-নাট্য অভিনীত হবে। প্রথমে এল কিউপিডবেশী অভিনেতা। কিউপিড অন্ধ দেবতা, প্রেমের দেবতা। তার মুখোসটিও তেমনি। হাতে তার ধনুর্বাণ।

সে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললে,

হে মানী, হে শ্রেষ্ঠ টাইমন আমি আপনাকে অভিবাদন জানাই। আপনারা সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। এবার আপনারা আপনাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করুন। এ-ও এক ভোজ, এতে শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু ভদ্রোমহোদয়ারা আছেন আমার সঙ্গে, তাদেরও স্বাগত জানাতে হবে।

টাইমন বললেন, তুমি তাদের নিয়ে এস, বাদ্য বাজুক।

কিউপিডবেশী চলে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন বীরাঙ্গনা-বেশী মহিলাকে নিয়ে এসে প্রবেশ করলে। তাদের হাতে বীণা। তারা বীণা বাজাতে বাজাতে নৃত্য করতে করতে এসে প্রবেশ করল।

এপেমেণ্টাস তাদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, ঐ ওরা

আসছে। ওরা কি নৃত্য করছে? ওরা খ্যাপাটে মেয়ে মানুষ—জীবনের মহিমাও তো অমনি খ্যাপামি।

এই যে জাঁকজমক এতে তো সুখ নেই। আমরা নির্বোধেরা তাতেই খুশী। ঐ যে যারা নাচছে, তারাই একদিন আমাকে পায়ে পিষে যাবে—সেই আমার ভয়। মানুষ তো সূর্যাস্তের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দেয়।

নৃত্য-গীত চলতে লাগল, ভোজ শেষ। অভিজাতরা উঠে দাঁড়ালেন। টাইমনের যথেষ্ট প্রশংসা করছেন। আর সবাই এক একটি মুখোস-ধারিণীকে নিয়ে নাচতে লাগলেন। বাজনা বাজছে উচ্চ রোলে।

টাইমন এবার সমাগত মুখোসধারিণীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা এই ভোজসভাকে অলঙ্কৃত করে তার শ্রী বাড়িয়ে দিলেন, সে-শ্রীতো আর কিছুতেই হোত না। আপনারা জ্যোতিঃ জুগিয়েছেন, আলো করেছেন। আর যে আনন্দ পরিবেশন করলেন, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।

প্রথম মুখোসধারিণী বললে, আপনার বিনয়ে আপনি একথা বলছেন।

টাইমন এবার জানালেন, আপনাদের জন্য ভোজ সজ্জিত।

মুখোসধারিণীরা ও কিউপিডবেশী চলে গেল। টাইমন এবার ডাকলেন, ফ্লাভিয়াস।

ফ্লাভিয়াস ভাণ্ডাররক্ষক, ভাণ্ডারী। সে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে উত্তর দিলে, প্রভু!

ঐ পেটিকাটা নিয়ে এস। একটি পেটিকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন টাইমন।

ফ্লাভিয়াস নির্দেশ মতো পেটিকা নিয়ে এল।

টাইমন বিদায়ী অতিথিদের উদ্দেশ্যে বললেন, বন্ধুগণ, আর একটি কথা আছে। আমি চাই, আপনারা ঐ মণি ক'টি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

প্রথম অভিজাত বললেন, আমি তো আপনার যথেষ্ঠ উপহার পেয়েছি।

আমরাও সবাই পেয়েছি, সমস্বরে সবাই বলে উঠলেন।

এমন সময় একজন পরিচারক এসে জানালে, প্রভু, সিনেটের ক'জন সদস্য আপনার দর্শনপ্রার্থী।

তাদের সাদরে নিয়ে এস, আজ্ঞা দিলেন টাইমন। পরিচারক চলে যেতেই আর একজন এসে জানালে, লর্ড লুসিয়িস চারটি দুধের মতো সাদা ঘোড়া উপহার দিয়েছেন। তাদের গায়ে রূপোর সাজ।

টাইমন জানালেন, সেগুলিকে তিনি গ্রহণ করলেন।

পরিচারক চলে যেতে আবার আর একজন এসে জুটল। তারও খবর আছে। লর্ড স্কুকালাস শীকারে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উপহার পাঠিয়েছেন দুটি শিকারী কুকুর।

আমি ঐ দুটি কুকুর নিয়েই শীকারে যাব, টাইমন বলে উঠলেন। ওদের যারা এনেছে, তাদের বকশিস দিয়ে বিদায় দাও!

ফ্লাভিয়াস ভাণ্ডারী সে আপন মনে বললে, জানি না কি হবে। শূন্য ভাণ্ডার থেকেই তো দান করছেন। উনি তো ওঁর মুদ্রাধারের খবর রাখেন না, আমিও কিছু বলি না। ওঁর হৃদয়কে ভিক্ষুক করতে মন চায় না। কিন্তু উনি সবসময়েই অবস্থার বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেন। সবই তো ঋণের উপর চলছে! প্রতি কথার জন্যেই ঋণ করছেন। সুদও দিচ্ছেন। ওঁর বিষয়-আষয় সব গেছে। আমাকে যদি উনি তাড়িয়ে দিতেন ভাল হোত। আমাকে বাধ্য হয়েই প্রভুকে ছেড়ে যেতে হবে। যার বন্ধুকে খাওয়াতে হয় না সেই সুখী। আমার প্রভুর জন্য আমার তাইত দুঃখ।

এই যে আসুন, অভিজাত, আসুন—মাণটি গ্রহণ করুন। এ আমার ভালবাসার তুচ্ছতম চিহ্ন, টাইমন প্রথম অভিজাতকে ডাকলেন।

আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম উপহার, প্রথম অভিজাত বললেন।

তৃতীয় অভিজাত বললেন, উনি তো দানের প্রতীক।

অমনি টাইমন গলে গিয়ে বললেন, মহাশয়, মনে আছে আমার একটি ঘোড়া সম্পর্কে আপনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, ঐ ঘোড়াটি আপনার হল।

তৃতীয় অভিজাত বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন।

না, না, তা হবে না, টাইমন বলে উঠলেন। আপনাদের সবাইকেই আমি আবার ডাকব। হায়, আমি যদি আমার বন্ধুদের রাজ্য দিতে পারতাম! আলসিবিয়াডিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আলসিবিয়াডিস আপনি যোদ্ধা, আপনি তো ধনী হতে পারেন না। আপনার বিষয়-সম্পত্তিতো রণক্ষেত্রের শিবির।

আলসিবিয়াডিস উত্তর দিলেন, হাঁ, ঐ তো আমার সম্বল। সকলে এবার বিদায় সম্ভাষণ জানালো, টাইমন চিৎকার করে বললেন, আলো দেখাও!

পরিচারকেরা আলো নিয়ে এসে ঢুকল। তারা আলো দেখিয়ে আগে আগে চলল, পেছনে অতিথিরা। একে একে সবাই মিলিয়ে গেল। শুধু রইলো টাইমন আর এপেমেন্তাস। এপেমেণ্টাস বললেন,

ভাবছি, ওদের ঐ পায়ের যা দাম দিলে, ওদের কি পায়ের সেই কিস্মৎ? বন্ধুত্বে তলানি বড় বেশি। আমার তো মনে হয়, ছলনাময় হৃদয় যার, তার সুস্থ পা থাকতে নেই।

দেখ এপেমেণ্টাস, টাইমন বললেন, তুমি যদি মুখ গোমরা করে না থাক, আমি তোমার ভালই করব।

না, আমি কিছুই করব না, সাহায্য পেলেও করব না। তোমাকে আক্রমণ করবার কেউ না থাকলে তুমি আরো এসব করবে। তুমি এত দিচ্ছ টাইমন, শেষে নিজেকেও না দিতে হয়। কেন এই ভোজ, এই জাঁকজমক? কেন এই নিষ্ফল মহিমার গর্ব?

তুমি যে সমাজের উপর আক্রমণ শুরু করেছ এপেমেণ্টাস। এখন বিদায় দাও, মুখে সুন্দর গান নিয়ে আবার এস!

টাইমন কক্ষান্তরে চলে গেলেন। এপেমেন্তাস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন,

এখন তো আমার কথা শুনবেনা; আমি তোমার স্বর্গকে যে চাবি বন্ধ করে রাখব। মানুষের কানে পরামর্শ তো এমনি বধিরই শোনায়, কিন্তু তোষামোদ তো শোনায় না।

ধীরে ধীরে চলে গেলেন এপেমেণ্টাস, যবনিকা নেমে এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

জনৈক সিনেট সভ্যের গৃহ। তিনি একখানি কাগজ নিয়ে পড়তে পড়তে এসে ঢুকলেন। পাঁচ হাজার মুদ্রা, সিনেট-সভ্য পড়তে লাগলেন, ভ্যারো আর ইসিডোরের কাছে ন' হাজার মুদ্রা ধার। পঁচিশ হাজার আমার কাছে ধার। কাফিস ও কাফিস, তিনি এবার জোরে হাঁক পাড়লেন। • কাফিস তাঁর অনুচর।

হুজুর, কি হুকুম বলুন! কাফিস বললে।

তোমার জোব্বাটা চাপিয়ে তড় ঘড়ি টাইমনের কাছে যাও, তাঁকে আমার টাকার কথা বলবে। 'আচ্ছা তোমার কর্তাকে জানাব,' একথা বললে চুপ করে থাকবেনা। বলবে, সুদ বাড়ছে। তাঁর দিন চলে গেছে, এখন আর তাঁর উপর নির্ভর করে টাকা ফেলে রাখা যায় না। আমি তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর আঙুল সারাতে গিয়ে আমার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙতে রাজী নই। আমার এখন টাকার দরকার, শুধু কথায় হবে না, এখনি টাকা চাই, যাও, এখুনি যাও! গিয়ে দাবির হুমকি দেবে। আমার কি ভয় হয় জানো, যখন সব পালক উপড়ে ফেলা হবে, টাইমন মশাই একেবারে ন্যাংটো গাংচিল হয়ে যাবেন। যাও, যাও!

যাচ্ছি হুজুর, কাফিস বললে।

খৎগুলো নিয়ে যেও!

যাব।

কাফিস একদিকে সিনেটের সভ্যটি আর একদিকে চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

টাইমনের গৃহ, ফ্লাভিয়াস এসে প্রবেশ করল। যে টাইমনের ভাণ্ডারী ও সরকার, তার হাতে একতাড়া বিল।

উনি কিন্তু থামছেন না, ফ্লাভিয়াস বললে, সে ভাবনাও নেই। ব্যয়ে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন, কি করে যে এ ঠাঠ্ বজায় রাখবেন জানিনে, কিন্তু এই জাকজমক থামাতে চাইছেন না। কি যে হচ্ছে, কিছুই দেখবেন না। টাইমন অবিবেচক, তেমনি দয়াবান—কি করা যায়? উনি কিছুতেই শুনবেন না। আমাকে সব জানাতেও হবে। ঐ যে উনি শিকার থেকে ফিরলেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—একি হাল করেছেন নিজের! এমন সময় কাফিস এবং ইসিডোর আর ভ্যারো নামে মহাজনের লোকেরা এসে ঢুকল।

কি হে ভ্যারোর সরকার, স্বাস্থ্য ভাল যাক তোমার, কি—টাকা চাইতে এসেছ? কাফিস শুধালে।

তুমিও কি তাই আসনি? ভ্যারোর লোকটি বললে।

হাঁ, কি হে ইসিডোরের লোক—তুমিও ঐ কাজে আস নি?

ইসিডোরের লোকটিও মাথা নেড়ে সায় দিলে।

ঐ যে কর্তা আসছেন।

টাইমন অনুচরদের নিয়ে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে আলসিবিয়াডিস আছেন।

ভোজ শেষ হলেই আমরা আবার বেরিয়ে পড়ব আলসিবিয়াডিস, টাইমন জানালেন। আপনি যাবেন তো? আপনার কি ইচ্ছা? কাফিস এমন সময় এগিয়ে এসে বললে, হুজুর, পাওনা টাকার কখানা খত আছে।

পাওনা টাকা? টাইমন বিস্মিত, তুমি কোথা থেকে আসছ?

এই আথেন্সেরই লোক।

আমার সরকারের কাছে যাও।

উনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার কর্তার টাকার বড় দরকার। আপনার কাছে তাঁর প্রার্থনা, আপনি তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবেন।

তাহলে কাল সকালে এস।

না হুজুর—

বন্ধু, স্থির হও, ব্যস্ত হয়োনা!

এবার ভ্যারোর লোকটি বললে, আমি ভ্যারোর কাছ থেকে এসেছি।

সবাই ছেঁকে ধরল টাইমনকে, এ বলে ভ্যারোর লোক, ও বলে ইসিডোরের লোক। কেউ বলে, খতের সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে, আপনার সরকার আমাকে হাঁকিয়ে দেন।

টাইমন তাদের শান্ত করে বললেন, আমাকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দাও। একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের কথা শুনছি।

আলসিবিয়াডিস ও অভিজাতরা চলে গেলেন এবার। তাঁদের মুখে বুঝি ক্রুর হাসি। টাইমন তা দেখেও দেখলেন না, তিনি এবার ফ্লাভিয়াসকে ডাকলেন, ফ্লাভিয়াস, এস, বল—দুনিয়া এমন কি ব্যাপার হল যাতে খতের ওয়াশিলের ব্যাপার নিয়ে এই তুমুল কলঙ্ক আমাকে ঘিরে ফেলেছে! আর শোধ দাও নি কেন— এ যে আমার সম্মানের ব্যাপার।

ফ্লাভিয়াস লোকগুলির দিকে তাকিয়ে বললে, মশাইরা, তাগিদের এ সময় নয়। ভোজের পরে আমি কর্তাকে সব জানাব।

বেশ, তোমরা তাই কর, টাইমন অমনি বলে উঠলেন। ওদের আদর করে খাইয়ে দিয়ো।

তিনি এই বলে চলে গেলেন। ক্লাভিয়াস চলে গেল। অন্য দরজা দিয়ে এপেমেণ্টাস ও এক নির্বোধ এসে প্রবেশ করল। কাফিস বললে, আরে দেখ দেখ, বোকারামকে নিয়ে আসছেন এপেমেণ্টাস। এস, একটু রগড় করি।

ভ্যারোর লোকটি বললে, চুলোয় যাক, ব্যাটা গাল দেবে।

কুকুর ওটা, ও মরুক। ইসিডোরের লোকটি বললে। কিন্তু ভ্যারোর লোকটি বললে, কিগো হবুচন্দ্র, খবর কি?

তোমার ছায়ার সঙ্গে কথা কইছ? এপেমেণ্টাস বললেন।

মহাজনের চাকর দার্শনিকের তোয়াক্কা রাখে না, সে বললে, আমি তোমার সঙ্গে বাত্‌চিত করছিনা।

না, না, তোমার নিজের সঙ্গে করছ। চল! নির্বোধের দিকে তাকিয়ে এপেমেণ্টাস বললেন, চল হে, যাই।

কাপিস শুধালে, গবুচন্দ্র এখন কোথায়?

এপেমেণ্টাস বললেন, ঐ কথাও জিজ্ঞেস করছিল। তোমরা মহাজনের লোক—তোমরা হচ্ছ স্ফুর্তি, সোনা আর অভাবের মাঝখানের যোগসূত্র।

সবাই বললে, আমরা তাহলে কি?

কি আবার, গাধা। এপেমেণ্টাস উত্তর দিলেন।

কেন? ওরা সবাই বলে উঠল।

তোমরা নিজেদের পরিচয় চাইলে আমার কাছে, নিজেরা সে পরিচয় জাননা, নিজেদের চেননা। ওহে নির্বোধ, ওদের কিছু বল।

কি গো মশাইরা, কেমন আছেন? নির্বোধ শুধালে।

দেবতার কৃপায় ভালই আছি। তোমার মনিবানীটি কেমন আছেন? মহাজনের লোকেরা সবাই শুধালে।

ভালই আছেন।

এমনসময় মনিবানীর অনুচর বালক ভৃত্য এল।

নির্বোধ বললে, ঐ দেখ মনিবানীর ছোকরা চাকরটি আসছে।

ছোকরা চাকরটি এসে নির্বোধকে বললে, সর্দার, খবর কি? হঠাৎ এমন বিজ্ঞজনের মধ্যে পড়ে গেলে কেন গবুচন্দ্র? এই যে এপেমেণ্টাস, কেমন আছেন?

যদি আমার হাতে একখানা বেত থাকত, এপেমেণ্টাস বললেন, তাহলে আচ্ছাছে উত্তর দিতাম।

বালক-ভৃত্য বললে, আহা চট কেন এপেমেণ্টাস—ঐ চিঠিখানা পড়ে দাও না। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না।

পড়তে পার না?

না।

তাহলে শোন। এখানা লর্ড ত্যুনসকে লেখা; এখানা আলসি-বিয়াডিসকে লেখা। যাও এখন! চিঠিগুলির ঠিকানা পড়ে দিলেন এপেমেণ্টাস।

দেখ এপেমেণ্টাস, বালক ভৃত্য বললে, তুমি কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ কর, তোমাকে কুত্তার মতো উপোস করে মরতে হবে। আমি চলি!

বালক ভৃত্য চলে গেল।

এপেমেণ্টাস নির্বোধকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চল, তোমার সঙ্গে টাইমনের কাছে যাই।

আমাকে কি সেখানে ফেলে রেখে আসবেন? নির্বোধ শুধালে।

যদি টাইমন বাড়িতে থাকে, তাই করব। তোমরা তিনজনে তিন মহজনকে ঠেকাবে।

নির্বোধ মহাজনের লোকদের দিকে তাকিয়ে শুধালে, তোমরা কি মহাজনের লোক?

হাঁগো গবুচন্দ্র, ওরা বলে উঠল।

আমার তো মনে হয়, নির্বোধ বললে, মহাজনদের নির্বোধ ছাড়া চাকর নেই। আমার মনিবাণী একজন মহাজন, আমি নির্বোধ তাঁর চাকর। যখন তোমাদের কর্তাদের কাছে কেউ টাকা ধার করতে আসে,

সে আসে বিষণ্ন হয়ে, ফিরে যায় আনন্দে। কিন্তু আমার মনিবাণীর বাড়িতে হাসতে হাসতে ঢোকে, আর যাবার সময় গোমরা মুখে চলে যায়, এর কারণ কি?

ভ্যারোর লোকটি বললে, আমি একটা কারণ জানি।

তাহলে বলে ফেল, এপেমেণ্টাস বললেন, তাহলে তোমাকে ধূর্ত আর দালাল বলে জানতে পারব।

ভ্যারোর লোকটি শুধালে, দালাল কাকে বলে গবুচন্দ্র?

নির্বোধ যখন ভাল সাজপোশাক করে, এই তোমার মতো আর কি। কখনো বা লর্ড হয়, কখনো বা হয় আইনজীবী, আবার কখনো দার্শনিক—কখনো বা বারযোদ্ধা।

বাঃ। তুমি তো একেবারে বোকা নও।

তুমিও তো একেবারে বুদ্ধিমান নও, আমার যতখানি বোকামি, তোমার ততখানি বুদ্ধির অভাব।

আহা, ঐ উত্তর এপেমেণ্টাসকেই সাজে ভাল, এপেমেণ্টাস বলে উঠলেন।

এমন সময় টাইমনও ফ্লাভিয়াস এসে ঢুকলেন।

এপেমেণ্টাস বললেন, চল হে নির্বোধ, আমরা যাই।

দেখুন আমি প্রেমিক, বড় ভাই আর নারী—এদের সবসময়ে অনুসরণ করিনে; আবার কখনো কখনো দার্শনিকের পেছনেও ঘুরিনে।

চল, চল। এপেমেণ্টাস তাড়া দিলেন।

ফ্লাভিয়াস মহাজনের লোকদের বললে, তোমরা কাছেই থাক, আমি এখুনি তোমাদের ডাকাচ্ছি।

তারা চলে যেতে টাইমন ফ্লাভিয়াসকে বললেন।

আমাকে তুমি অবাক করে দিয়েছ ফ্লাভিয়াস, কিন্তু এতদিন আমায় এই দশার কথা বলনি কেন?

আপনি তো আমার কথা শুনতেন না। আমি তো বলতেও

চেয়েছিলাম, আপনি শুনতে চাননি, ফ্লাভিয়াস জানালে। আমি যখনি হিসেবের খাতা এনেছি, আপনি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন, আমার যত সততার উপর সব নির্ভর করছে—সব। যখন কোন তুচ্ছ উপহারের বদলে অনেক দিতে আদেশ করেছেন, আমি মাথা নেড়ে বারণ করেছি, আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি, বলেছি, হাত একটু কমান। আপনি শোনেননি। হুজুর আজ শুনছেন—কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে—এখন যা অবস্থা তাতে আপনার ঋণের অর্ধেকও শোধ করা যাবে না।

আমার সমস্ত জমিজমা বিক্রী করে দাও, টাইমন বলে উঠলেন। সব বাঁধা পড়েছে, কোন কোনটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। যা আছে তাতেও আপনার ঋণের কিছুই শোধ করা যাবে না।

কিন্তু আমার জমিদারি তো লাকোদেখাস অবধি বিস্তীর্ণ ছিল।

প্রভু, আপনার দানের কাছে পৃথিবীও তুচ্ছ, তাও এক নিমেষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পরেতেন। ফ্লাভিয়াস বললে।

সত্যি কথাই বলেছ।

ফ্লাভিয়াস উত্তর দিলে, আপনি যদি মিথ্যা বলে সন্দেহ করে থাকেন, আমাকে হিসেব-পরীক্ষকদের কাছে নিয়ে চলুন, প্রমাণ দিতে দিন। যখন আমাদের গৃহ উচ্ছৃঙ্খল ভুরি-ভোজীদের দ্বারা মুখরিত হয়, যখন আলো জ্বলে, হল্লা শুরু হয়, আমি তো তখন বসে বসে এই যে অর্থের ধারা বয়ে চলেছে, তার হিসেব রাখি।

না, না, আর বলো না। অনুনয় করলেন টাইমন।

কিন্তু ফ্লাভিয়াস তো থামে না ; সে বলে চলল, লর্ড টাইমনের কে না আছে ? কি না শক্তি আছে ? টাইমন মহান, টাইমন যোগ্য, টাইমন তো রাজা কিন্তু অর্থ যখন ফুরিয়ে গেল, যে অর্থে এই প্রশংসা কেনা হোত, তা যখন নিঃশেষিত হল—তখন তো ঐ প্রশংসার নিঃশ্বাসও শেষ হল। শীতের বর্ষণের মেঘে সব আঁধারে ছেয়ে গেল।

না, না, আমাকে আর উপদেশ দিয়ো না। টাইমন বাধা দিলেন।

আমি তো অবিবেচকের মতো দান করিনি, আমার দানে তো হীনতা ছিল না। কেন কাঁদছ? তোমার কি মনে হয়, আমার বন্ধুর অভাব হবে। তুমি শান্ত হও, আমি যাদের ভালবাসি, তাদের অর্থ হবে আমার অর্থ।

আপনার ভাবনাই হোক আমার ধ্রুববিশ্বাস।

তাই হবে। টাইমন হাসলেন। আমার এই অভাব তো আমার আশীর্বাদ। তুমি দেখবে, তুমি আমার ভাগ্য সম্বন্ধে কি ভুল ধারণা করছ। তোমার ধনে আমি ধনী। ওরে ক্লাসিয়াস, শার্ভানিয়াস, তোরা আয়।

ক্লাসিয়াস, শার্ভানিয়াস ও আর একজন অনুচর এসে প্রবেশ করল।

হুজুর, কি হুকুম। তারা শুধালে।

টাইমন বললেন, তোদের আমি কয়েকটা জায়গায় পাঠালাম। লর্ড লুসিয়াসের কাছে তুই যা, তুই লর্ড লুকাল্লাসের কাছে। আজ তাঁর সঙ্গে আমি শিকার করে এলাম। সেনপ্রিয়াসের কাছে যাবি তুই। সাদর সম্ভাষণ জানাবি। বলবি, আমার সব গেছে—তাঁদের অর্থ ব্যবহারের আমার সময় এসেছে। পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা চাই।

ভৃত্যেরা আদেশ পেয়ে চলে গেল।

ফ্লাভিয়াস সংসারের হালচাল জানে, সে আপন মনে বললে, হুঁ-লর্ড লুসিয়াস আর লুকাল্লাস।

টাইমন তাকে বললেন, তুমি যাও সীনেটসভ্যদের কাছে, তাদের পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পাঠাতে বলবে?

আমি সে চেষ্টা করে দেখেছি, ফ্লাভিয়াস জানালে। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি।

এ কি সত্য? টাইমন বিস্মিত হলেন। একি হতে পারে?

তাঁরা সমস্বরে জানিয়েছেন, তাঁদের এখন খারাপ অবস্থা। তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না। ওরা আমাকে ওদের ব্যবহারের তুষারে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন।

দেবতারা তাঁদের সুখে রাখুন! টাইমন বললেন। কিন্তু ফ্লাভিয়াস, হতাশ হয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ঐ পুরানো বন্ধুর দল, ওরা ওয়ারিশানসূত্রে পেয়েছে অকৃতজ্ঞতা, ওদের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ওরা জুড়িয়ে গেছে। রক্তধারা ওদের শিরায় আর বয় না। ওরা হারিয়ে ফেলেছে সহানুভূতির তাপ—ওরা হারিয়ে ফেলেছে সহানুভূতি। ওদের কাছে আর যেয়োনা—যাও ভ্যান্টিডিয়াসের কাছে। না, না, অমন বিষণ্ণ হয়ে থেকো না! তুমি বিশ্বাসী, অনুচর, তুমি সৎ, আমি বলছি, দোষ তোমার নয়, ভ্যান্টিডিয়াস পিতাকে কবর দিয়েছেন সদ্য সদ্য—তার ফলে পেয়েছেন বিরাট সম্পত্তি। উনি যখন গরীব ছিলেন, বন্দী হয়েছিলেন, বন্ধুর যখন অভাব ছিল, তখন ওঁকে অর্থ দিয়ে আমি মুক্ত করে এনেছিলাম, আমার সম্ভাষণ জানাও তাঁকে, বল তাঁর বন্ধু টাইমনের প্রয়োজন—ঐ পাঁচ সহস্র মুদ্রা চাই। ঐ টাকা এনে এদের পাওনা মিটিয়ে দাও। কখনো বল না, মনেও ভেব না, টাইমনের অর্থ তার বন্ধুবান্ধবদের কুক্ষীগত হয়েছে। আমার অর্থ তাদের কাছে আছে, সেই অর্থ চাইলেই পাব।

আমারও তো তাই ভাবতে সাধ হয়। ফ্লাভিয়াসও বললে।

দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

টাইমন হৃতসর্বস্ব, তিনি বন্ধুদের অকৃতজ্ঞতার কথা শুনেও হতাশ হলেন না—তাঁর বন্ধুদের উপর বিশ্বাস করে রইলেন। কিন্তু দুনিয়া বড় জটিল, সে বিশ্বাস কি তাঁর থাকবে?

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

লুকাল্লাসের গৃহ। ক্লাসিনিয়াস তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে আছে। এমন সময় একটি ভৃত্য এসে ঢুকল।

ভৃত্য জানালে, হুজুরকে আপনার কথা জানিয়েছি। উনি নীচে আসছেন।

ধন্যবাদ, ক্লাসিনিয়াস বললে।

এমন সময় ভদ্র লুকাল্লাস এসে প্রবেশ করলেন।

ঐ যে আমার প্রভু আসছেন, ভৃত্য জানালে।

লুকাল্লাস আপন মনে বললেন, আরে এযে টাইমনের অনুচর! তাহলে উপহার নিয়ে এসেছে নিশ্চয়! আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক মিলে গেছে। আমি এক বিরাট রৌপ্য আধারের স্বপ্ন দেখছিলাম। চমৎকার পাত্র। প্রকাশ্যে বললেন, ক্লাসিনিয়াস—এসো, এসো—তোমাকে স্বাগত জানাই। অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে, উত্তম সুরা পূর্ণ করে নিয়ে আয় পাত্রে!

ভৃত্য চলে গেল। এবার ক্লাসিনিয়াসকে উদ্দেশ্য করে লুকাল্লাস বললেন, আপনার সেই মহা সম্মানী, উদার হৃদয় ভদ্রলোকটি কেমন আছেন? তোমার দানবীর প্রভুর কি খবর?

তাঁর স্বাস্থ্য ভালই আছে, ক্লাসিনিয়াস জানালে।

স্বাস্থ্য ভাল আছে শুনে খুসী হলাম। তোমার জোব্বার নীচে ও কি ক্লাসিনিয়াস? কি এনেছ?

কিছু না, ক্লাসিনিয়াস মাথা নাড়লে। শুধু একটি শূন্য পেঁটরা। আমার প্রভুর কাছে থেকে আমি এসেছি ঐ শূন্য পেঁটরা পূর্ণ করবার

অনুরোধ নিয়ে। তাঁর পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন, তিনি আমাকে আপনার কাছে তারই জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি যে তাঁর কামনা পূর্ণ করবেন, এ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ।

নিঃসন্দেহ। ঐ কথা তিনি বলেছেন? লুকাল্লাস হেসে উঠলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায়রে, উদার হৃদয় ভদ্রলোক, তাঁর এই দশা! আমি বহুবার ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে তাঁকে একথা বলেছি। বলেছি, ব্যয় কমান। কিন্তু উনি তো কারো পরামর্শ শুনবেন না! সকলেরই কিছু না কিছু দোষ আছে, কিন্তু উনি সাধুতার অবতার। আমি সেকথাও ওঁকে বলেছি। কিন্তু উনি তো দানের হাত কমাতে পারলেন না।

ভৃত্য এমন সময় সুরা নিয়ে এল, পাত্র কাসিনিয়াসের সুমুখে এগিয়ে দিলেন লুকাল্লাস। ভৃত্যকে তিনি ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। ভৃত্য চলে গেল। এবার তিনি বললেন,

কাসিনিয়াস, কাছে এসে বোস। তোমার প্রভু দানবীর। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি সবই জান। আমার কাছে এসেছ বটে, কিন্তু তুমি জান, এটা টাকা ধার দেবার সময় নয়। বিশেষ কোন নিরপত্তাই যখন নেই, তখন শুধু সাধুতার উপর টাকা ধার দেওয়া চলে না। তোমাকে তিন টাকা বখশিস দিলাম। গিয়ে বোলো, আমার দেখা পাওনি। আচ্ছা, এখন এসো!

কাসিনিয়াস অবাক হয়ে গেল। সে বললে, ছুনিয়া কি হঠাৎ বদলে গেল! আমরা যারা বেঁচে ছিলাম, তারা কি বেঁচে আছি? যারা নীচতার উপাসনা করে, সেই মানুষের কাছে তুই চলে যা! টাকা ক'টার দিকে চেয়ে বললে।

সে বকশিসের টাকা কটা ছুড়ে ফেলে দিলে।

লুকাল্লাস রেগে উঠে বললেন, এখন দেখছি তুমি একটি বোকা, প্রভুর যোগ্য অনুচর!

এই বলে তিনি গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন।

ওরে অভিশপ্ত, কাসিনিয়াস চিৎকার করে উঠল, ঐ মুদ্রা তোর অভিশাপ হোক। তুই তো বন্ধুর রোগ-বিশেষ। বন্ধুত্ব কি এমনি জোলো, এমনি দুর্বল! এক নিমেষে কি তার ভোল পাল্টালো। হায় দেবতা, আমি আমার প্রভুর আবেগ বুঝতে পারি। ঐ দাস প্রভুর খাদ্য খেয়েছে, কিন্তু সে খাদ্য ওর স্বাস্থ্য পুষ্ট করলে কি করে! ও নিজে তো বিষ—বিষের মতোই নিন্দ্যনীয়। যেন ওর রোগ হয়! যখন ও মরমর হবে, আমার প্রভুর খাদ্যও যেন ওর রোগ আরোগ্য করতে না পারে, তিলে তিলে যেন ওর মৃত্যু যন্ত্রণা বাড়ায়!

এই অভিশাপ দিয়ে কাসিনিয়াস চলে গেল।

॥ দুই ॥

বাজারে লুসিয়াসও তিনজন বিদেশীকে দেখা গেল।

লুসিয়াস বললে—কার কথা বলছেন, লর্ড টাইমনের কথা ?

উনি আমার অতি ঘনিষ্ট বন্ধু—মহামানী লোক।

আমরাও তাঁকে কম জানিনে, প্রথম বিদেশী বললেন, যদিও আমরা বিদেশী। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলতে পারি, আর সেটা গুজব থেকেই শুনেছি। লর্ড টাইমনের দিন ফুরিয়েছে। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব গেছে।

না, না, লুসিয়াস বলে উঠলেন। আমি ওকথা বিশ্বাস করিনে। তাঁর টাকার অভাব হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিদেশী বললেন, লর্ড লুকাল্লাসের কাছে ওঁর একজন অনুচর অনেক টাকা ধার করতে যায়, পেড়াপীড়ি করে—কি জন্যে ধার চাইছে তাও বলে, কিন্তু টাকা তিনি দেন নি।

কি ব্যাপার ? লুসিয়াস অবাক হলেন।

হাঁ, উনি দিতে অস্বীকার করেন।

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো। ছি। ছি। ছি। অমন মানীকে ধার দিতে রাজী হলেন না। লুসিয়াস বলে উঠলেন। আমি টাইমনের কাছ থেকে লুকাল্লাসের মতো মহামূল্য উপহার পাইনি, সামান্য উপহারই পেয়েছি কিন্তু তিনি যদি আমার কাছে পাঠাতেন, আমি অস্বীকার করতে পারতাম না।

এমন সময় সার্ভিলিয়াসকে দেখা গেল। সে বাজারের ভিড়ের ভিতর দিয়ে তাঁদের দিকেই এগিয়ে এল।

লুসিয়াস সার্ভিলিয়াসকে দেখে বলে উঠলেন, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমার মহামানী প্রভুকে আমার সম্ভাষণ জানিয়ো সার্ভিলিয়াস।

সার্ভিলিয়াস বললে, আমার প্রভু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই—

তোমার প্রভু পাঠিয়েছেন! এতো আমার মহা সম্মান, লুসিয়াস বলে উঠলেন। তিনি কি পাঠিয়েছেন বল তো? তিনি তো নিশ্চয়ই কিছু পাঠিয়েছেন। আমি কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি নে! কি পাঠালেন এবার?

তিনি এবার শুধু বর্তমানের প্রয়োজন জানিয়েছেন—সার্ভিলিয়াস বললে। মহামান্য হুজুরকে কয়েক সহস্র মুদ্রা অবিলম্বে দিতে বলেছেন।

জানি, তোমার প্রভু ঠাট্টায় দড়ো, লুসিয়াস হেসে বললেন। তাঁর কয়েক সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন হতে পারে না।

যদি প্রয়োজন না হোত, আমি বলতে আসতাম না।

সত্যি বলছ সার্ভিলিয়াস?

আমার আত্মার দিব্যি, একথা সত্য।

হায়, হায়! লুসিয়াস বলে উঠলেন, এমন সময় আমার হাতে টাকা নেই? আমিও যে এই সময় আমার মনের পরিচয় দিতে পারতাম। কালই টাকা ঢেলেছি একটা বড় ব্যবসার ব্যাপারে।

এই ভদ্রলোকেরাই তার সাক্ষী। এখন তো কিছুতেই সে-টাকা তুলে আনা যাবে না। আশা করি, তিনি নিজে একথা বুঝবেন। আমার কথা তাঁকে বোলো। আমার এ বড়ই দুঃখ, তাঁর মতো মানী লোককে সাহায্য করে নিজে বাধিত হতে পারলাম না। সার্ভিলিয়াস, আমি যা বললাম, তুমি কি সেই কথা বলবে?

হাঁ, মশাই, বলব। সার্ভিলিয়াস বললে।

সার্ভিলিয়াস চলে গেল, এবার লুসিয়াস বিদেশীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা ঠিকই বলেছেন, টাইমন ফৌত হয়ে গেছেন। একবার ফৌত হলে আর তো ওঠা সম্ভব নয়।

কি যেন ভাবতে ভাবতে লুসিয়াস বাজারের ভিড়ে মিশে গেলেন।

প্রথম বিদেশী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, দেখলে তো

হাঁ, দেখলেম বই কি!

এই সেই দুনিয়ার আত্মা, চাটুকারদের আত্মার এমনি একই সুর।

এক থালায় খেলেই কি কাউকে বন্ধু বলতে পারে? আমি যতদূর জানি, টাইমন ওঁর বহু দেনা শোধ করেছেন। টাইমনের টাকায় উনি বেঁচে আছেন। টাইমনের টাকায় ওঁর পান-ভোজন। কিন্তু মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখ! উনি টাকা দিতে নারাজ হলেন— ভিখারীকে মানুষ যা দেয়, তাও দিতে চাইলেন না।

ধর্ম তো এ সইবেনা, তৃতীয় বিদেশী বলে উঠলেন।

প্রথম বললেন, আমি নিজে টাইমনের খাদ্য স্পর্শ করিনি, তাঁর দানও আমি পাইনি, তিনি আমার বন্ধুও নন। কিন্তু তাঁর উদারতার জন্য আমিও শঠ বন্ধুদের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। তিনি যদি আমার কাছে চাইতেন, আমি আমার সমস্ত ধনসম্পদ দিয়ে দিতাম! আমি তাঁর ঐ উদারতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ তো দেখছি মানুষের শঠতা বিবেকের উপর। বিবেককে সে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

এবার বিদেশী বণিকেরা চলতে লাগলেন।

সবাই একে একে ভিড়ে মিশে গেলেন।

॥ তিন ॥

সেমপ্রনিয়াস নামে টাইমনের আর এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানেও টাইমনের এক অনুচর আর গৃহকর্তাকে দেখা গেল।

সেমপ্রনিয়াস আর অনুচরে আলাপ চলছে। সেমপ্রনিয়াস বললেন, উনি আমাকে এই বিপদে ফেললেন। উনি লুসিয়াস, লুকাল্লাস এদের কাছে চেষ্টা করতে পারতেন। ভ্যান্টিডিয়াসও সভ্য সভ্য অনেক টাকার মালিক হয়েছেন, উনিই তো তাঁকে জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। ওরা তিনজনেই ওঁর কাছে ঋণী।

অনুচর জানালে, ওঁদের তিনজনের কাছেই চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ওঁরা যে নিকৃষ্ট ধাতুতে গড়া তা জানা গেছে। সবাই টাকা দিতে নারাজ হয়েছেন।

সবাই—নারাজ হয়েছে? ভ্যান্টিডিয়াস আর লুকাল্লাসও নারাজ হল। আর উনি আমার কাছে পাঠালেন? উনি যে অবিবেচনার কাজ করতেন, তা বোঝা গেল। আমিই কি ওঁর শেষ আশ্রয়? ওঁর বন্ধুরা ডাক্তারের মতো তিন-তিনবার জবাব দিলেন, এখন আরোগ্য করব আমি? তোমার কথায় ওঁর উপর রাগই হচ্ছে। তিনি তো প্রথমে আমার কাছেই পাঠাতে পারতেন। উনি কি আমাকে হীন ভাবেন? শোন, আমার কাছ থেকে এই কথা শুনে যাও, উনি যখন আমার মান রাখেননি, আমার টাকাও পাবেন না!

এই বলে সেমপ্রনিয়াস বেরিয়ে গেলেন।

অনুচরটি হতবাক হয়নি, সে শুধু সেমপ্রনিয়াসের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হল। বললে, বাহবা! হুজুর দেখছি আচ্ছা বদমায়েস! এখন তো আমার কর্তার দোস্তরা গেলেন, রইলেন দেবতারা। এই তো উদারতার পরিণাম!

অনুচরটি এই কথা বলতে বলতে চলে গেল।

॥ চার ॥

আবার টাইমনের গৃহ, তাঁরই প্রাসাদের প্রশস্ত হলঘর। এখনো মহার্ঘ বস্তুগুলি রয়েছে, কিন্তু কেমন ছন্নছাড়া ভাব। দৈন্যের ছাপ যেন সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। মহাজনের লোকেরা হলঘরে বসে আছে টাইমনের প্রতীক্ষায়। এমন সময় টাইটাস আর হর্টেনসিয়াস এল। তারাও টাইমনের অনুচর। তাদের দেখে ভ্যারোর লোক বলে উঠলো,

কি হে টাইটাস, কি হে হর্টেনসিয়াস? ভাল আছ তো?

তোমরা ভাল তো?

এমনি কুশল-সম্ভাষণ জানাচ্ছে পরস্পরে, এমন সময় কাসিনিয়াস এসে ঢুকল।

লুসিয়াসের অনুচরও এই ভিড়ে আছে, সে এগিয়ে এসে বললে, হুজুর কি এখনি আসবেন?

না, এখন নয়, কাসিনিয়াস উত্তর দিলে।

আমরা হুজুরের জন্য বসে আছি। আমাদের কথা হুজুরকে জানাব।

বসতে হবে না, তিনি সময় মতো আসবেন।

কাসিনিয়াস চলে গেল, এবার মুখ ঢেকে ফ্লাভিয়াস এসে হাজির। লুসিয়াসের অনুচর দেখেই বললে, এই যে সরকার মশাই মুখ ঢেকে এসেছেন। ওঁকে ডাকুন।

মহাজনের অনুচরেরা তাকে ডেকে বলল,

ও মশাই শুনুন।

ও-মশাই—আমার নিবেদন।

কি ব্যাপার? ফ্লাভিয়াস শুধালে।

আমরা টাকার জন্যে এসেছি।

ওঃ এই কথা! ফ্লাভিয়াস বললে। তোমাদের প্রতীক্ষার মতোই

যদি নিশ্চিত হোত টাকা। তোমাদের চাটুকার মনিবেরা যখন আমার প্রভুর টাকায় খেয়ে যেতেন—তখন খত নিয়ে আসনি কেন? তখন তাঁরা হয়তো ঋণের কথা শুনলে হাসতেন। এখন তাহলে সুদ শুদ্ধ ঐ খত তাঁদের উদরসাৎ করুন না। আমাকে যেতে দাও। আমি আর আমার মনিব সব শেষ করে দিয়েছি। আর হিসেব-নিকেশের কিছু নেই, তাঁরও ব্যয় করার আর সাধ্য নেই।

লুসিয়াসের অনুচর বললে, কিন্তু ও উত্তরে তো চলবেনা।

যদি না চলে, তাহলেও উত্তর একই। তোমরা যে ধূর্ত্তদের সেবা কর, তাদের চেয়ে হীন নয় ঐ উত্তর।

ফ্লাভিয়াস এই বলে চলে গেল।

কি ব্যাপার? মহাজনের এক অনুচর শুধালে।

আর ব্যাপার কি। লোকজনে ভরতি হয়ে গেছে। যার মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই—তার মতো ডাকাবুকে কে? সে তো যাকে-তাকে যা-তা বলতে পারে।

সার্ডিনিয়াস এসে প্রবেশ করল।

এই যে সার্ডিনিয়াস। সবাই বলে উঠল। এবার আমরা জবাব দেব।

মশাইরা, অন্য সময় আসবেন, সার্ডিনিয়াস জানালে। আমার প্রভুর এখন মেজাজ ভাল নেই—তিনি অসুস্থ—নিজের ঘরেই আছেন।

যারাই নিজেদের ঘরে থাকেন, তারাই যে অসুস্থ—একথা কে বলবে? যদি অসুস্থই হন, তিনি ধার মিটিয়ে দিয়ে স্বর্গের পথ পরিষ্কার করুন। লুসিয়াসের অনুচরটি বললে।

সার্ডিনিয়াস অবাক হয়ে বললে, হায়রে দেবতা।

কিন্তু এতো জবাব নয়, অন্য একজন মহাজনের অনুচর বললে। নেপথ্যে কাসিনিয়াসের আর্তনাদ শোনা গেল, সার্ডিনিয়াস এস—এস। প্রভু, প্রভু!

টাইমন ক্রুদ্ধভাবে প্রবেশ করলেন, কাসনিয়াস পেছনে।

সে কি? টাইমন উত্তেজিত। আমার দরজা আমারই মুখের উপর বন্ধ হল। আমার গৃহ কি আমার কারাগার। যেখানে আমি ভোজ দিয়েছি, সেই হলঘর কি এখন আমাকে মানুষের মতোই লৌহ-কঠিন হৃদয় পিষে মারবে?

লুসিয়াসের অনুচর বললে, এবার তাহলে বিলগুলি দিই।

মহাজনের অনুচরেরা বললে, এই যে আমার, এইযে আমার প্রভু।

টাইমন চিৎকার করে উঠলেন, আমাকে ঐ খতগুলো দিয়ে আঘাত কর, আমাকে পেড়ে ফেল।

সবাই চিৎকার করতে শুরু করল।

আমার পাঁচ হাজার।

আমার দশ হাজার!

আমাকে ছিঁড়ে ফেল! দেবতা আমার উপর আপতিত হোন।

এই বলে টাইমন ছুটে চলে গেলেন।

হর্টেনসিয়াস বলে উঠল, আমাদের মনিবরা খ্যাপাকে টাকা ধার দিয়েছেন। খ্যাপামিই এখন ওঁর সম্বল।

সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে-করতে চলে গেল। টাইমন আর ফ্লাভিয়াস আবার এসে প্রবেশ করলেন।

ঐ লোকগুলো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিলে! টাইমন বলে উঠলেন। ওরা মহাজন—ওরা সয়তান!

প্রভু—ফ্লাভিয়াস কি যেন বলতে গেল।

যাও, আবার সকলের কাছে যাও, ঐ ইতরদের ভোজে আমন্ত্রণ জানাও!

প্রভু, আপনার মন ঠিক নেই। এখন তো সামান্য ভোজও সম্ভব নয়।

টাইমন ভ্রূকুটি করে বললেন, যাও—আদেশ দিচ্ছি! সবাইকে ডাক—নিমন্ত্রণ কর। আবার ঐ মূর্খের দলের ঢেউ এসে আবার হলঘরে আছড়ে পড়ুক। আমি আর আমার পাচক সব ব্যবস্থা করব।

এই বলে টাইমন চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

সীনেটসভাগৃহ। তিনজন সীনেট-সদস্য এক দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করলেন। অন্য দরজা দিয়ে অনুচর পরিবৃত হয়ে এলেন আলসিবিয়াডিস।

প্রথম সদস্য বললেন, এ তাঁর দোষ। ওঁর এখন মরাই উচিত। দয়া দেখালে পাপকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ঠিক কথা, দ্বিতীয় সভ্য সায় দিলেন। আইন ওঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে।

সীনেট সভ্যদের স্বাস্থ্য কামনা করছি! আলসিবিয়াডিস বললেন।

তারপর সেনাপতি কি খবর? প্রথম সিনেটসভ্য শুধালেন।

আমি আপনাদের মহৎ হৃদয়ের কাছে আবেদন জানাতে এসেছি। আলসিবিয়াডিস বললেন, করুণা মহত্বের আইন। শুধু অত্যাচারীরাই নিষ্ঠুরভাবে এর ব্যবহার করে থাকে। আমার এক বন্ধুর উপরে কাল এবং ভাগ্যদেবী বিরূপ হয়েছেন। তিনি আইনের শীকার হয়েছেন। তিনি তাঁর ভাগ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তিনি ভীরুতাও অবলম্বন করেন নি।

আপনি যে হেঁয়ালিতে কথা বলছেন, একজন সীনেটসদস্য বললেন। এক কুৎসিত ব্যাপারকে সুন্দর করে তুলেছেন। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, মনে হচ্ছে; মানুষের হত্যাকর্মকেও আপনি সাহসিক কার্য বলে ব্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু সে সাহসিক কার্য হলেও সাহস সেখানে অপকর্মে নিযুক্ত।

প্রভু, আলসিবিয়াডিস বললেন।

প্রথম সদস্য তাঁকে বাধা দিলেন, আপনি মহাপাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করতে পারবেন না।

আমাকে ক্ষমা করুন। আলসিবিয়াডিস বললেন। আমি হয়তো

সেনাপতির মতোই কথা বলেছি। আপনারা মহান, তাই আপনারা করুণায় বিগলিত হবেন—এই তো ধর্ম।

আপনার কথা নিষ্ফল।

নিষ্ফল! ল্যাকাডেমান আর বাইজান্টিয়ান যুদ্ধে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, তা তো বৃথা হবে না।

কিন্তু সে তো তার জন্যে প্রচুর পেয়েছে, সে উচ্ছৃঙ্খল, সে বহু পাপ করেছে, শুনেছি, তার এখন দুঃসময়, তার পানীয় এখন বিষাক্ত।

তার মৃত্যু অনিবার্য।

দুর্ভাগ্য! যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল। আমার সমস্ত বিজয়ও আমার সমস্ত সম্মান বাজী রাখতে রাজী, তিনি আমার উর্ধে থাকবেন।

তিনি যদি আজ আইনে জীবন হারান, তাহলে যুদ্ধের অর্থ কি!

আইনই কঠোর, যুদ্ধ বুঝি কিছু নয়।

আমরা আইনের পক্ষে, প্রথম সদস্য বললেন। তাঁর মৃত্যু হোক! বন্ধু হোন আর ভ্রাতাই হোন, তিনি জীবন হারালেন!

তাই কি! আলসিবিয়াডিস বললেন, কিন্তু সদস্যগণ, তা তো হতে পারেনা। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই।

কি আবেদন?

আমার আঘাতের চিহ্ন জানাচ্ছে আবেদন!

আপনি কি আমাদের রুষ্ট করে তুলছেন না? আমরা বেশি কথা বলি না। আপনাকে আমরা চিরনির্বাসন দিলাম।

নির্বাসন! আমাকে? আপনাদের জরাকে নির্বাসন দিন! ঐ মহাজনী ব্যবসাকে নির্বাসন দিন! সিনেট তো তারই আঘাতে টল-টলায়মান।

প্রথম সীনেট সদস্যের স্বর বেজে উঠল, যদি দুদিন পরে অ্যাথেন্সে তোমাকে দেখা যায়, তাহলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

সীনেট সভ্যেরা চলে গেলেন।

আলসিবিয়াডিস আপন মনে বললেন, দেবতারা তোমাদের জরাগ্রস্থ করে বাঁচিয়ে রাখুন। শুধু অস্থি নিয়ে বেঁচে থাক। তোমাদের দিকে যেন কেউ দৃষ্টিও না দেয়। আমি উন্মাদ, না, তার চেয়েও বেশি। আমি ঐ সভ্যদের শত্রুদের তাড়িয়েছি, তাই তো ওরা চড়া সুদে টাকা খাটাতে পেরেছে। সবই কি এই জন্য? আমি তো শুধু পেয়েছি আঘাত। সেনাপতির ক্ষতস্থানে এই কি ঔষুধের প্রলেপ? নির্বাসন ভালই হল। আমার নির্বাসনে আপত্তি নেই, আমি অ্যাথেন্সের ওপর আঘাত হানতে পারব। আমার অসন্তুষ্ট সেনাদলকে ক্ষেপিয়ে তুলব, দেবতাদের মতোই সৈনিকরা অবিচার সইতে পারে না।

এই বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন আলসিবিয়াডিস।

॥ ছয় ॥

টাইমনের গৃহের প্রশস্ত ভোজনকক্ষ, সেখানে টেবিল সাজানো হয়েছে। পরিচারকেরা কাজে ব্যস্ত। সারি সারি দরজা দিয়ে মাননীয় অতিথির দল এসে প্রবেশ করলেন। এঁদের আমরা পহেলা ভোজেও দেখেছি।

প্রথম অতিথি দ্বিতীয়কে বললেন, দিন ভাল যাক আপনার।

দ্বিতীয় বললেন, তাহলে আমাদের মাননীয় গৃহকর্তা আমাদের পরীক্ষা করছিলেন?

আমি সেই থেকেই ভাবছি, কিন্তু এটা তাঁর উচিত হয়নি।

আমারও সেই কথা।

উনি আমাকে খুবই তাগিদ দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি তো ভেবেছিলাম আসব না, কিন্তু উনি জাদু জানেন, আমাকে আসতেই হল।

দ্বিতীয় অতিথি বললেন, আমারও ব্যবসার ব্যাপার ছিল, কিন্তু উনি কোন অজুহাত মানবেন না। আমি দুঃখিত, উনি যখন ধার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তখন আমার হাতে টাকা ছিল না।

আমারও সেই এক দশা, প্রথম অতিথি বললেন, কত চেয়েছিলেন ?

হাজার টাকা।

হাজার।

আপনার কাছ থেকে ?

উনি লোক পাঠিয়েছিলেন, নেপথ্যে তাকিয়ে বললেন, ঐ উনি আসছেন।

টাইমনও তাঁর অনুচরেরা এসে প্রবেশ করলেন।

আপনারা কেমন আছেন ? সব কুশল তো ? সবাইকে সম্ভাষণ জানালেন টাইমন।

আপনি কুশলে আছেন শুনেই আমাদের কুশল, প্রথম অতিথি বললেন।

সোয়ালো পাখী যেমন বসন্তকে অনুসরণ করে, আমরাও তেমনি আপনাকে করি, কবিত্ব করে বললেন দ্বিতীয় অতিথি।

টাইমন আপন মনে বললেন, আর শীতের দিনে ছেড়েও যায়। বসন্তের ঐ পাখী তো মানুষ। প্রকাশ্যে বললেন, আমার ভোজ এমন নয় যে, সুদীর্ঘক্ষণ তা স্থায়ী হবে। আপনারা তাই একটু গীত বাদ্য শুনুন!

প্রথম অতিথি বললেন, আপনি নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরভাবে একথা ভাবেন নি যে, আপনার লোককে আমি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

ও নিয়ে বিব্রতবোধ করবেন না, হেসে বললেন টাইমন।

দ্বিতীয় অতিথি বলতেন, মাননীয় মহাশয়—

কি ব্যাপার বলুন!

সে ঘোর লজ্জার কথা। আপনি যখন লোক পাঠিয়ে ছিলেন, আমি তখন ভিখারীরই সামিল।

ও নিয়ে ভাববেন না!

দুঘণ্টা আগেও যদি পাঠাতেন—

না, না, টাইমন বললেন, ও নিয়ে নিজের মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না।

এরই মধ্যে, খাদ্য এল। পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে টাইমন বললেন, সব একসঙ্গে নিয়ে এস।

সব যে ঢাকা। প্রথম অতিথি অবাক হলেন।

তাতে কি, রাজার ভোজ এল।

তাতে আর সন্দেহ কি?

ভোজের সুখাদ্যের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছেন অতিথিরা, আবার দু-একজন কথাবার্তাও চলাচ্ছেন।

একজন বললেন, আলসিবিয়াডিস নির্বাসিত হয়েছেন?

হাঁ,

কেন?

কাছে আসুন, বলছি।

কাছে যেতে কানে কানে বললেন, আরো বলব, তবে পরে। এখন খাদ্য হাজির।

খাদ্য সাজানো হল থরে থরে টেবিলে, এবার টাইমন বললেন, যে যাঁর জায়গায় বসুন। এ বিরাট ভোজ নয়। বসুন, বসুন। দেবতাদের ধন্যবাদ দিন।

হে দেবতাগণ, আমাদের এই সামাজিক মিলনকে আশীর্বাদ কর। তোমাদের নিজেদের দানের জন্য স্তুতি শোন, কিন্তু তবু কিছু বর রেখে দাও—নইলে তোমাদেরও হয়তো মানুষ ঘৃণা করবে। প্রতি মানুষকে এমন দাও যাতে তাকে ধার করতে না হয়। তোমরা দেবতারা যদি মানুষের কাছে ধার নিতে চাও, মানুষ তোমাদের ত্যাগ করে যাবে। যে মানুষ মাংসের অর্ঘ্য দিলে, তার চেয়ে যে মাংসের দাম বেশি তা জেনে রেখো। এমন বিশজনের বৈঠক নেই, যেখানে বিশজনই ইতর নয়। যদি এক এক ঘরে বারোটি মেয়ে বসে থাকে—তাহলে তাদের ডজনই একরকম হবে। আর তোমাদের শত্রু ঐ অ্যাথেন্সের

সীনেট সভার সদস্যের দল। আর আছে জনতা, ওদের যা আছে, তাতে ওরা ধ্বংস হতে পারে। আমার এই সমাগত বন্ধুরা—আমার কাছে তাঁদের কোন মূল্য নেই—সুতরাং তোমাদের শূন্য আশীর্বাদ তাঁদের উপর বর্ষণ কর। তাদের নিষ্ফলা নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, নিষ্ফলা স্বাগত তাঁরা পেয়েছেন।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন টাইমন, ওরে কুকুরের দল, পাত্রের আবরণী খুলে ফেলে চেটে চেটে খা।

পাত্রের অবরণী উন্মোচিত হল, অতিথিরা সবিস্ময়ে দেখলেন, পাত্রে শুধু উষ্ণ জল রয়েছে। এখনো ধোঁয়া উঠছে। তাঁরা বিস্ময়ে নিষ্পন্দ বিমূঢ়।

কয়েকজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, এর মানে কি?

টাইমন গর্জন করে উঠলেন, এর চেয়ে ভাল ভোজ যেন তোমাদের না জোটে—আমার সুখের দিনের বন্ধু তোমরা। ঐ উষ্ণ জল, কুসুম-কুসুম জল—ঐ তো তোমাদের খাদ্য। এই টাইমনের শেষ ভোজ। সে তো তোমাদের চাটু কথায়, তোমাদের ছলনার কলঙ্কিত হয়েছিল, সে কলুষ ধুয়ে ফেলতে চায়, সে জল ছিটিয়ে দিতে চায় তোমাদের মুখে।

পাত্র থেকে জল নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন অতিথিদের মুখে। তাঁরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত।

তোমাদের ইতরামো পচা, গন্ধ উঠছে। ওরে পরজীবীর দল, দীর্ঘদিন বেঁচে থাক! ওরে ভদ্রমুখোসপরা নেকড়ের দল, মুখোসধারা ভল্লুক, ওরে দাস—ওরে ঋতুর মক্ষিকা—তোদের শান্তি ধ্বংস হোক! উঠছ কেন? বোসো, বোসো। আমি তোদের টাকা ধার দেব, ধার নেব না।

ওদের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন পাত্র, ওরা ভয়ে পালিয়ে গেলো।

টাইমন তাকিয়ে দেখলেন হলঘর শূন্য। এবার হেসে বললেন, সে

কি, পালিয়ে গেল! এখন থেকে আর এমন ভোজ হবে না, যেখানে ইতর মানুষ হবে স্বাগত অতিথি। দাও, দাও—এই গৃহে আগুন লাগিয়ে দাও! অ্যাথেন্সকে ডুবিয়ে দাও অতলে! এখন থেকে টাইমন মানুষের ঘৃণিত, মানুষ তার ঘৃণিত—মানুষ তার শত্রু।

তিনি ছুটে চলে গেলেন।

অতিথিরা আবার এসে হলঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রথম অতিথি বললেন, কেমন দেখলেন আপনারা?

উত্তেজনার কারণ বোঝা গেল না, দ্বিতীয় উত্তর দিলেন।

আমার টুপীটা দেখেছ?

আমার জোব্বা?

ও ক্ষ্যাপা! এই তো সেদিন একখানা মণি দিলে, আজ সেই মণিখানা টুপী থেকে ছিনিয়ে নিলে! আমার মণিখানা দেখেছেন?

আমার টুপী?

আরে এই তো টুপী।

আরে এই তো আমার জোব্বা!

আর থাকা নয়, চল পালাই!

টাইমন ক্ষেপে গেছেন।

নির্ঘাৎ! আজ হীরে দেন তো, কাল ছোঁড়েন পাথর।

অতিথিরা কলরব করতে-করতে চলে গেলেন।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

সামন্ততান্ত্রিক অ্যাথেন্সে লেগেছে বৈশ্য সভ্যতার আগুন। টাইমন সেই বৈশ্য-সভ্যতারই প্রতীক। কিন্তু যে উদারতা বৈশ্য-সভ্যতা তার প্রথম উন্মেষে দেখিয়ে ছিল, তার হাতে ক্ষমতার নখর গজাতে, সে আদর্শ সে চ্যুত হয়েছে। তাই টাইমন আজ তাঁর নগর ছেড়ে চলেছেন। যে আদর্শ ভাই ভাই করে তুলতে পারত পৃথিবীকে, সে আজ পচা, গলা। সেখানে আজ বেনিয়া-বৃত্তিক সমাজ, স্বার্থান্বেষী সমাজ। টাইমন তাই নিজের গৃহ ভস্মীভূত করে দিয়ে চলেছেন।

অ্যাথেন্স নগরীর প্রাচীরের বাইরে এসে তিনি দাঁড়ালেন। নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে মন চায় না। তাই তাকিয়ে থেকে বললেন,

একবার দেখি! ঐ প্রাচীর—যাদের তুমি সেখানে রক্ষা করছ—তারা তো শ্বাপদ। না, না পৃথিবী দ্বিধা হোক, তুমি ডুবে যাও। মাতা এখানে উচ্ছৃঙ্খল, সন্তান এখানে অবাধ্য—সীনেট ছেয়ে আছে নির্বোধ আর দাসের দলে। সবই এখানে আইনের অনুমোদিত। আর তুমিও আছ তাদের সঙ্গে। তুমি ঐ ইতর প্রভুদের অঙ্কশায়িনী, তুমি বেশ্যা! এখানে বৃদ্ধ পিতার যষ্টি কেড়ে নিয়ে ষোড়শবর্ষীয় বালক তার মগজ বের করে দেয়। করুণা, দয়া, ভীতি—ধর্ম—সব গেছে! শান্তি, ন্যায়, সত্য, গৃহের সুখ, রাতের বিশ্রাম, রীতিনীতি, বাণিজ্য সব এখানে বিসর্জিত। শুধু আছে বিশৃঙ্খলা। তাহলে মহামারী—তুমিই বা কেন তোমার জ্বরের বিষে সংক্রামিত করবেনা এই অ্যাথেন্সকে? সে তো আঘাতের জন্য প্রস্তুত। তার পাপের ভরা তো পূর্ণ। আর বাতব্যাধি, তুমিই বা কেন পঙ্গু করবে না ঐ

সীনেট সভ্যদের। ওদের ব্যবহারের মতোই ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হোক পঙ্গু। কামুকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের তরুণীদের তো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—ওরা তো অস্থিমজ্জায় ইতর—ওরা তাই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মেতে উঠেছে। দাও, দাও, মহামারী দাও, দাও চর্মরোগ—দাও পীড়া, অ্যাথেন্সবাসীকে ভরে দাও বিষে! তাদের নিঃশ্বাস বিষাক্ত করে দাও। আমি তো তোমার কাছে আর কিছু চাই না।

তুমিই তো নগ্ন! তুমি তো ঘৃণিতা নাগরী!
টাইমন তো চলে যাবে অরণ্যে ;—সেখানে
নির্দয় পশুকে পাবে দয়ালুরূপে, মানুষের
চেয়ে দয়ালু হবে তারা।
শোন, দেবতারা! আর
শোনো নগরীর অন্তরের আর বাহিরের অ্যাথেন্সবাসী,
টাইমন বেড়ে উঠবে, আর ঘৃণাও বাড়বে,
সারা মানবজাতিকে সংক্রামিত করবে—
উচ্চ নীচ কেউ বাদ যাবে না!
নেমে আসুক তার ঘৃণা।

তিনি ধীরে ধীরে এবার চলে গেলেন, একবারও নগরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন না।

॥ তুই ॥

টাইমনের গৃহ, অ্যাথেন্স।

ফ্লাভিয়াস ও তুতিনজন পরিচারককে দেখা গেল।

সরকার মশাই, একজন পরিচারক শুধালে, আমাদের মনিব কোথায় গেলেন? তিনি চলে গেলেন, আমরা তো পড়ে রইলাম।

আমি আর কি বলব, ফ্লাভিয়াস বললে, আমার কথা দেবতারা জানেন। আমিও তোমাদের মতো হতভাগ্য।

অমন বাড়ি ভেঙে গেল, প্রথম পরিচারক বললে, অমন মনিবের সর্বনাশ হল! সবাই গেল, কিন্তু একজন বন্ধুও তো এই সময়ে এগিয়ে এলো না?

কবরে পোঁতা সঙ্গীর দিকে যেমন কেউ ফিরে তাকায় না, দ্বিতীয় পরিচারক বললে, তেমনি ওঁর পরিচিতেরা ভাগ্যের বিরূপতার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফেরালেন। শুধু মিছে শপথ রেখে গেলেন। আর তিনি হলেন বাতাসের মতোই নিরানন্দ।

ঐ যে আরো ক'জন আসছে। প্রথম পরিচারক বললে।

ফ্লাভিয়াস বলে উঠল, ওরা সবাই ভগ্ন প্রাসাদের ভাঙাচোরা হাতিয়ার।

কাঁধে কিন্তু, তৃতীয় অনুচর বললে, এখনো তাঁর চাপরাস এঁটে আমরা বসে আছি। আমাদের মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। আমাদের নৌকো ছেঁদা হয়ে গেছে, আমরা ডুবন্ত নৌকোর উপরে দাঁড়িয়ে শুনছি ঢেউয়ের শাসানি। আমাদের সবাইকেই হাওয়ায় সমুদ্রে মিলিয়ে যেতে হবে।

ফ্লাভিয়াস বললে, দেখ, আমার যা কিছু আছে, তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। যেখানেই আমাদের দেখা হবে, আমরা যেন নিজেদের ভাই বলে ডাকি। আর বলি, আমাদের মনিবের বরাত আমাদের শোকের ব্যাপার হল, কিন্তু আমরা ভাল দিন দেখেছি। সুখের মুখ দেখেছি। এস, নাও! হাত পাত! সে টাকা বিলি করতে লাগল।

আর একটি কথাও নয়। আমরা দুঃখে ধনী হয়ে বিদায় নিচ্ছি, আমরা গরীব হয়ে বিদায় নিচ্ছি।

সকলকে আলিঙ্গন করলে ফ্লাভিয়াস। একে একে সবাই চলে গেল। ফ্লাভিয়াস একা শূন্য হলঘরে।

ফ্লাভিয়াস পায়চারি করতে লাগল, তার পর থেমে পড়ে বললে,

কি ভয়ানক এই দশা! এতো মহিমাই নিয়ে এল! কে না চায় এই

ধন থেকে অব্যাহতি পেতে—কারণ ধন তো আনে দুঃখ, আনে ঘৃণা। এমন করে কে মহিমার বিদ্রূপ পেল আমায় প্রভুর মতো, আবার কেই বা বন্ধুত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। তাঁর জাকজমক সব তো যেন ছবিতে লেখা—তার ঐ উদার দাক্ষিণ্য বন্ধুদেরই মতো। হায় হতভাগ্য লর্ড,তুমি তো তোমার উদার হৃদয়ের জন্যই এই দুঃখ সইলে! তোমার পতনের ঐ তো একমাত্র কারণ। ভালমানষি করতে গিয়ে নাকাল হলে! তোমার এই দৃষ্টান্ত দেখে—কে আর দয়ালু হতে চাইবে! দান তো দেবতাদের বস্তু, মানুষ তা করতে গেলে ধ্বংস তো হবেই। আমার প্রভু! তুমি তো তার চরম আশীর্বাদ পেলে অভিশাপ—সেই তো তোমার দুঃখ। আমি যাই, তাঁর খোঁজ করি গে! আমি তাঁর সেবা করব চিরদিন। আমার এখনো অর্থ আছে। আমি চিরদিনই তাঁর ভাণ্ডারী।

॥ তিন ॥

সাগরের উপকূলে অরণ্য। অরণ্যে এক পাহাড়ের গুহায় বাসা বেঁধেছেন টাইমন। টাইমন এখন আদিম অরণ্যচারীর জীবন যাপন করছেন। তাঁকে গুহার সম্মুখে দেখা গেল।

টাইমন সূর্যোদয় দেখলেন। অরণ্যের শিখরে সূর্য উঠছে। তিনি বললেন,

ওঠ, ওঠ আশীষপূতঃ সূর্য, দূর করে দাও পাপ আর্দ্রতা! এখনো যে তোমার ভগ্নী বাতাসকে সংক্রামিত করে রেখেছে। তার পরেই নিজের ঘৃণার আবেগে ডুবে গেলেন। বলে উঠলেন, কে আছ, কার এমন সাহস আছে, কে এমন নিষ্কলঙ্ক—যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে যৌবনের পবিত্র তেজে—বলতে পারে—ঐ চাটুকার! যদি একজনও থেকে যাকে—তাহলে সবাই পারবে। না, না, পারেনা। তাই

তো ঐ ভোজ, ঐ সমাজ, ঐ মানুষের ভিড়—ত্যাগ কর। টাইমন তাই তো ওসব ঘৃণা করে। মানুষের ধ্বংসের কামনা করে। আমার কি, ঐ মাটি থেকে কন্দ মূল খুঁড়ে নেব।

এই বলে খনিত্র দিয়ে তিনি খুঁড়তে লাগলেন। একি? হঠাৎ চমকে উঠলেন, একি? সোনা? হলুদ, রং ঝকমক করছে, মূল্যবান সোনা? না, না, দেবতা—আমি অলস পূজারী নই। ঐ যে মূল, ওতো স্বর্গের পথ মুক্ত করে দেবে, কালোকে সাদা করবে, কুৎসিতকে সুন্দর করবে, কিন্তু কেন দিলে ঐ সোনা? কেন? এতে যে তোমাদের পুরোহিতদের, তোমাদের ভৃত্যদের তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? ঐ পীত দাস, ও তো মানুষের মাথা উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। ঐ পীত দাস, ধর্মকে ভেঙেচুরে দেবে, অভিশপ্তকে আশীষপূতঃ করবে। গলিতকুষ্ঠকে সম্মান দেবে, তস্কর কে দেবে খেতাব, তার পূজা করবে, তাকে ধন্য ধন্য করবে।

ঐ পীত দাস—ঐ তো
বিধবাকে আবার করবে
বিবাহে প্রলুব্ধ।…না, না
অভিশপ্ত মৃত্তিকা—তুই
তো মানুষজাতির বারনারী,
আমি তোকে ফেলে চললাম।

দূরে চলে গেলেন টাইমন।

হঠাৎ থেমে পড়ে কান পেতে রইলেন। ভেরীর আওয়াজ শুনছেন।

ওকি! দামামা বাজে! না, না, আমাকে সোনা আবার পুঁতে রাখতে হবে।

সোনার তাল মাটিতে পুঁতে রাখতে গেলেন, এমনসময় আলসিবিয়াডিস দামামা ও শিঙা নিয়ে প্রবেশ করলেন; সঙ্গে ফ্রিনিয়া ও টিমাণ্ড্রা। এরা আলসিবিয়াডিসের প্রিয়তমা।

কে ? কে ওখানে ? গর্জ্জে উঠলেন আলসিবিয়াডিস। কথা কও।

তোমার মতোই এক শ্বাপদ, হেসে উঠলেন। টাইমন। আবার মানুষের চোখ দেখলাম, তাই তো বুকে তোমার ভয়।

কি নাম তোমার ? আলসিবিয়াডিস বললেন, তুমি কি মানুষকে এত ঘৃণার চোখে দেখ ? তুমি কি মানুষ ?

টাইমন সত্যই মানুষের মতো নন। পরনে তাঁর নেংটি, গায়ে নেই জামা, দাড়িতে মুখ ভরতি।

আমি এক দুঃখবাদী, টাইমন উত্তর দিলেন। মানুষকে আমি ঘৃণা করি। তুমি যদি কুকুর হতে তো ভালো হোত, তাহলে হয়তো তোমাকে ভালবাসতে পারতাম।

আলসিবিয়াডিস স্বর শুনে চিনতে পারলেন, বললেন, আমি তোমাকে চিনেছি, কিন্তু তোমার এ ভাগ্যের কথা জানতাম না।

আমিও চিনেছি, টাইমন উত্তর দিলেন। তার চেয়ে তোমাকে না চেনারই আমার কামনা বেশি। তোমার ঐ দামামা বাজিয়ে চলে যাও, মানুষের রক্তে পৃথিবী রাঙিয়ে দাও। ধর্মের আইন কানুন তো নিষ্ঠুর, তাহলে যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা কি ? ঐ যে তোমার সঙ্গিনীরা ওদের মধ্যে তোমার তলোয়ারের চেয়ে অনেক বড় ধ্বংস লুকিয়ে আছে। ওদের ঐ দেবীরূপের আড়ালে আছে ধ্বংস।

ক্লিনিয়া রেগে উঠে বললে, তোর ঠোঁট খসে পড়ুক।

আমি তো তোমাকে চুমু খাবনা, টাইমন বললেন। ঐ পচাগলা বিষ তোমারই থাক নারী।

আলসিবিয়াডিস শুধালেন, অভিজাত টাইমনের কি কোরে এদশা হোল?

যেমন চাঁদের দশা পরিবর্তন হয়, টাইমন উত্তর দিলেন। আলো দিতে পারে না। কিন্তু চাঁদ আবার আলো দেয়, আমি তা পারিনা। এমন কোনো সূর্য নেই, যার কাছ থেকে আমি ধার করতে পারি।

টাইমন, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি ?

কিছু না, শুধু আমার এই মতকে সমর্থন করা।

হঠাৎ আলসিবিয়াডিস বলে উঠলেন, ওকি টাইমন ?

আমার উপকার করতে চাইলে, বন্ধুত্ব কামনা করলে, আবার সে কাজ করছ না! যদি প্রতিজ্ঞা না কর, দেবতারা তোমার ঘোর অনিষ্ট করুক! তুমি তো মানুষ। যদি কর, তাহলেও নিপাত যাও! তুমি তো মানুষ।

আমি তোমার দুঃখের কথা শুনেছি। আলসিবিয়াডিস বললেন, আমার সমৃদ্ধ অবস্থায় আমার দুঃখ স্বচক্ষে দেখেছ।

তখন দেখিনি, এখন দেখছি, তখন তো ছিল তোমার সুসময়। তুমি ছিলে দেবতাদের আশীষপূত।

যেমন এখন তোমার দশা, দুটি বেশ্যা নিয়ে আমোদ করছ, তীব্র-স্বরে বলে উঠলেন টাইমন।

টিমাণ্ড্রা এতক্ষণ কথা বলে নি, এবার বলে উঠল, এই কি সেই অ্যাথেন্সের হীন মানুষ, যাকে সমস্ত দুনিয়া পূজা করত!

তুমি কি টিমাণ্ড্রা? টাইমন শুধালেন।

হ্যাঁ।

এখনো বেশ্যা! তুমি তো জাননা, যারা তোমাকে ব্যবহার করে, টাইমন বললেন, তারা তোমাকে ভালবাসে না। তাই যারা তোমাকে কামনায় পোড়াতে চায়, তাহাদের রোগ দিও। তরুণদের বিষাক্ত কোরো! তাদের অনাচারের জন্য তারা যেন রোগজর্জর হয়ে উপবাস করে সামান্য পথ্য খেয়ে দিন কাটায়।

ওরে ভণ্ড, তুই গোল্লায় যা! টিমাণ্ড্রা বলে উঠল।

আলসিবিয়াডিস তাকে শান্ত করে বললেন, টিমাণ্ড্রা, ওকে ক্ষমা কর! শোকে ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। টাইমন, আমার মুদ্রা নেই। আমার সেনাদলে তাই বিদ্রোহ ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। অভিশপ্ত অ্যাথেন্স তোমার প্রতি কি অবিচার করেছে, তা শুনেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাত থেকে তোমার তরবারী তাকে রক্ষা করে ছিল, সেকথাও সে ভুলে গেছে। নইলে তো সেদিন—

টাইমন বলে উঠলেন, যাও দামামা বাজাতে বাজাতে চলে যাও!

আমি তোমার বন্ধু, তোমাকে দেখলে আমার করুণা হয়। টাইমন,

যাকে বিরক্ত করছ, তার প্রতি করুণা জাগে কি করে? আমাকে একা থাকতে দাও।

বেশ, বিদায় নিচ্ছি, এই যে তোমার জন্যে ক'টি মুদ্রা।

তোমার কাছে রেখে দাও! আমি তো ও মুদ্রা খেতে পারব না।

টাইমন নিষেধ করলেন।

আলসিবিয়াডিস থলে থেকে কয়েকটি মুদ্রা বের করে টাইমনের হাতে দিতে গেলেন।

যখন ঐ গর্বোদ্ধত অ্যাথেন্সকে আমি ভস্মস্তূপে পরিণত করব—

তুমি কি অ্যাথেন্সের বিপক্ষে আলসিবিয়াডিস? টাইমন শুধালেন।

হ্যাঁ টাইমন, তার কারণও আছে।

কবে তুমি বিজয়ী হয়ে ছিলে আলসিবিয়াডিস?

টাইমন—আমাকে ভুলে গেছ?

হ্যাঁ, বিজয়ী হয়েছিলে আমার দেশের শত্রুদের হত্যা করে। তোমার ঐ মুদ্রা তুলে নাও। চলে যাও। এই নাও মুদ্রা! গ্রহে-গ্রহে মারীবীজ ছড়াও, তোমার তলোয়ার যেন বৃদ্ধকেও না অব্যাহতি দেয় তার শ্বেতশ্মশ্রুর জন্য। জানবে—ঐ বৃদ্ধ কুসীদ-জীবী! ঐ কৃত্রিম ভদ্রমহিলাদের আঘাত হেনো, ওদের ঐ সাজ-সজ্জাই ধর্মশীলার মতো—আসলে ওরা তো উচ্ছৃঙ্খল। তোমার ঐ তলোয়ার যেন কুমারীর গণ্ডে আঘাত করতে গিয়ে কোমল পুষ্পের মতো হয়ে না যায়। ঐ যে দুধের বাছারা জানালা দিয়ে পুরুষের চোখের দিকে তাকায়—ওরা করুণার পাত্রী নয়। ওরা বিশ্বাস-ঘাতিনী। শিশুদেরও রেহাই দিও না আলসিবিয়াডিস। ওদের টোল-খাওয়া হাসি দেখে নির্বোধেরা মুগ্ধ হয়, দয়া করে। ওদের জারজ বলে মনে কোরো! ভবিষ্যদ্বাণী বলবেন, ওরাই তোমার গলা কাটবে। তোমার কান ঢেকে রাখবে, চোখ ঢেকে রাখবে,

মাতার ক্রন্দন, কুমারী আর শিশুর আর্তনাদ যেন সে আবরণ ছিন্ন করতে না পারে। পুরোহিতের রক্তাক্ত কলেবরও যেন তোমাকে বিদ্ধ করতে না পারে করুণায়।

সোনার স্তূপ দেখিয়ে দিলেন টাইমন—ঐ সোনা নাও, সৈনিকদের বেতন দাও—এক তাণ্ডব সৃষ্টি কর। যদি তোমার ঐ ক্রোধ এক মিনিটে শেষ হয়ে যায়, তুমি তাহলে নিপাত যেয়ো। যাও, কথাটি বোলোনা। চলে যাও।

আলসিবিয়াডিস সোনার নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; বললেন, এখনো তোমার সোনা আছে টাইমন? আমি সোনা নেব, কিন্তু তোমার সব পরামর্শ নেব না।

যাও। না নাও—গোল্লায় যাও।

টিমাণ্ড্রা আর ফ্রিনিয়া সোনা আছে শুনে লোলুপ হয়ে উঠল। তারা কোমল স্বরে বললে, মহাশয়, আমাদের কিছু দিন না। আপনার আরো আছে?

টাইমন হেসে বললেন, এত আছে যাতে একটা বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি ছাড়তে পারে। তোমরা শপথ করবে জানি, কিন্তু শপথ রাখবে না। না, না, শপথ করতে হবে না। তোমরা যা তার উপরেই আমার আস্থা আছে। তোমরা অমনি বেশ্যা হয়েই থাক। জোর বেশ্যাগিরি চালাও, পুরুষকে প্রলুব্ধ কর, পুড়িয়ে মার। তোমাদের কামনার আগুনে পুরুষ ছাই হোক, কিন্তু নিজের ধর্মভ্রষ্ট হয়ো না। তোমাদের ঘরের ছাউনি দিয়ো মড়ার হাড়ে। ওদের খইয়ে ফেলো, ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো—তারপরে এমন দিন আসবে, যখন তোমাদের রোগতুষ্ট মুখে ঘোড়া প্রশ্রাব করে চলে যাবে।

আমরা টাকার জন্য সবকিছু করব বিশ্বাস করুন। ওরা বলে উঠল।

তাহলে শোন, রোগের বীজ ছড়িয়ে দেবে মানুষের আস্থতে, আইনজীবীর গলার স্বর ভেঙ্গে দেবে—যেন সে মিথ্যা বুলি না

ঝাড়তে পারে। নাক খসিয়ে দেবে, চুলে টাক পড়িয়ে দেবে, যারা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হল না, তারা যেন তোমাদের কাছ থেকে তা পায়। মানুষের শ্রীবৃদ্ধির যা কিছু—সব কিছুকে হার মানিয়ে দাও। বহু টাকা আছে, অন্যকে তা দিয়ে বিষাক্ত কর, নিজেরা বিষাক্ত হও।

দেখুন টাইমন, দুজনেই বললে, যত পরামর্শ দেবেন, তত টাকা। বেশি পরামর্শ, বেশি টাকা।

যত বেশ্যা, তত নষ্টামি! টাইমন বলে উঠলেন। তিনি মুঠো মুঠো সোনা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ওরা কুড়োতে লাগল।

আলসিবিয়াডিসও সোনা পেয়ে সন্তুষ্ট। আবার নতুন করে সেনাদল গড়বেন, অ্যাথেন্স অভিযানে যাবেন। নিজেই দামামা বাজাতে লাগলেন।

বাজাও, দামামা বাজাও! চল অ্যাথেন্সের পথে! টাইমন, আসি বন্ধু! যদি ভাল থাকি, আবার আসব।

আমি তো তোমার মঙ্গল কামনা করিনি আলসিবিয়াডিস। আমার কামনা, তোমার সঙ্গে আর যেন দেখা না হয়, টাইমন বললেন।

আমি তো তোমার ক্ষতি করিনি, আলসিবিয়াডিস বললেন।

হাঁ করেছ, আমার গুণগান করেছ।

তাকে ক্ষতি করা বল!

হাঁ, যাও! তোমার শিঙা নিয়ে চলে যাও!

আমরা শুধু তোমার অসন্তোষের কারণ হলাম, আলসিবিয়াডিস বললেন। তারপর দামামায় আঘাত করলেন। চল—চল—অ্যাথেন্সের পথে চল!

টাইমন ছাড়া আর সবাই চলে গেলেন।

টাইমন আবার খুঁড়তে লাগলেন মাটি। খুঁড়ছেন আর বলছেন, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অধীরা প্রকৃতি, কিন্তু তবুও তার ক্ষুধা। অধীরা প্রকৃতি তো সকলের মা। অতল তার গর্ভ, অসীম তার স্তন—সেই

স্তন্যে সবাই পালিত। কিন্তু একই উপাদানে গঠিত হয়ে, মানুষ বড়ই গর্বিত। তোমার কাছে তো আমি সেই গর্বিত মানুষের একজন হয়েও কিছুই চাইনা—শুধু একটি কন্দমূল দাও! আর একটি কামনা—তোমার এ গর্ভে আর অকৃতজ্ঞ মানুষকে ঠাঁই দিয়োনা! তুমি জন্ম দাও ব্যাঘ্রকে, ড্রাগনকে, নেকড়েকে, ভল্লুককে—কিন্তু মানুষকে দিয়ো না! নতুন দানবের জন্ম দিয়ো আকাশে, ভূতলে, পাতালে কিন্তু মানব-দানব নয়।

মাটি খুঁড়তে লাগলেন টাইমন, একটি মূল মিলে গেল।

কন্দমূল মিলেছে! ধন্যবাদ মা। কিন্তু তুমি মানুষকে দিয়োনা শস্যসম্ভার। তোমার মজ্জা শুকিয়ে ফেল, মরে হেজে যাক আঙুর লতার ঝোপ, কর্ষিত জমির উর্বরা শক্তি ধ্বংস হোক! অকৃতজ্ঞ মানুষ যেন ঐ ফসল থেকে তার সুরা পান না করতে পারে।

টাইমন প্রকৃতিকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, এমন সময় এপেমেণ্টাস এসে প্রবেশ করলেন।

মানুষ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন টাইমন। আবার—আবার মানুষ? মারী—মারী—মানুষ নয়, মারী!

এপেমেণ্টাস কিছুক্ষণ টাইমনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এগিয়ে এসে বললেন, লোকে এইদিকেই দেখিয়ে দিলে। লোকে বলছে, তুমি নাকি আমার ঢংঢাং রপ্ত করেছ, সেইগুলি চালাচ্ছও।

তুমি তো কুকুর পোষনি, তাহলে আমি তাকে নকল করতাম, টাইমন তিক্ত স্বরে বললেন। তোমার দুরারোগ্য ব্যাধি হোক!

কিন্তু তোমার প্রকৃতি বলে, সংক্রামিত হয়েছ, এপেমেন্তাস মাথা নেড়ে বললেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এমন দশা হয়েছে, যেটা মানুষের হওয়া উচিত নয়। শোকও দেখা দিয়েছে।

তিনি চারিদিকে তাকিয়ে শুধালেন, একি শাবলখানা এখানে কেন? এমন দাসের বেশ কেন? চুলেরই বা এমন অবস্থা কেন? টাইমন, তোমার যারা তোষামোদকারী, তারা তো এখনো

রেশম পরছে, সুরা পান করছে, আস্তে আস্তে মিছে কথা কইছে। চারিদিকে তাদের গন্ধ ছড়াচ্ছে, তারা ভুলে গেছে, টাইমন নামে কখনো কেউ অ্যাথেন্সে ছিল। তারা সব বিস্মৃত।

এপেমেন্তাস টাইমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ অরণ্যকে কলুষিত কোরোনা তোমাদের চাতুরীতে। যা তোমাকে ভাল করেছে, তারই দ্বারা তুমি জীবন চালাতে চাইছ। তোমার হাঁটু গেড়ে বস, যাকে তুমি অনুকরণ করছ, তার নিঃশ্বাস তোমার মাথার টুপী উড়িয়ে নিয়ে যাক। তুমি ধূর্ত্তদের কথায় কান দিতে, তুমি যে নিজে পাজী হয়ে যাওনি, তারই বা ঠিক কি! তোমার আবার টাকা হলে আবার তুমি ঐ পাজীদেরই তা সঁপে দেবে। দেখ বাপু, আমার নকল করতে যেয়োনা, এপেমেন্তাস সাজতে চেয়ো না!

তোমার মতো যদি হতাম, টাইমন বললেন, তাহলে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।

তুমি নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, তুমি তোমারই মতো, এপেমেন্তাস গম্ভীর স্বরে বললেন। এতদিন ছিলে ক্ষ্যাপাটে মানুষ, এখন তো ডাহা বোকা। তুমি কি ভেবেছ, এই কনকনে হাওয়া, তোমার অমন লম্বা-চওড়া কথা তোমার চামড়া গরম করে দেবে? এই যে ভিজে গাছপালা যারা ঈগল পাখীর ডানা ঝাপটানিতেও নুয়ে পড়েনি, তারা বালক-ভৃত্যের মতো তোমার সেবা করবে, ঐ নদী তোমার কথামতো নাচবে? ঐ যে ছোট্ট নদী তুষারে জমে গেছে, ও তোমার ভোরের পিপাসা মেটাবে, রাত্রির উপবাস দূর করবে? ডাক, ডাক—ঐ প্রাণীদের ডাক—যাদের উলঙ্গ স্বভাব দেবতাদের ক্রোধের মধ্যে পুঞ্জীভূত, ডাক ঐ গাছপালাকে—যাদের শাখা-প্রশাখা যুদ্ধমান আবহাওয়ার প্রকাশিত, তোমাকে তোষামোদ করতে হুকুম দাও—তুমি দেখবে—

তুমি একটি নির্বোধ! টাইমন বলে উঠলেন, যাও, দূর হয়ে যাও!

আমি তোমাকে আগেকার চেয়েও ভালবাসি টাইমন, এপেমেন্তাস বললেন।

আর আমি তোমাকে আগেকার চেয়েও ঘৃণা করি।

কেন ?

তুমি দুঃখকে তোষামোদে করছ বলে, টাইমন বললেন,

না, তোষামোদ করছিনে। এপেমেন্তাস বললেন।

আমাকে খুঁজে বের করলে কেন ?

তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য, এপেমেন্তাস হাসলেন।

তোমার এ তো সবচেয়ে পেজোমি, নয় তো বোকামি, টাইমন বললেন।

এতে কি তুমি খুশী ?

হ্যাঁ।

সে কি—পাজী হতে সাধ যায় ?

এপেমেন্তাস বললেন, দেখ, তুমি যদি তোমার ঐ কনকনে ঠাণ্ডা অভ্যাস নিজের গর্বকে তাড়না করার জন্য রপ্ত করে থাক, তাহলে ভাল কথা। কিন্তু অভ্যেসটা জোর করে তৈরি। তুমি যদি ভিক্ষুক না হও তো এবার সভাসদ হবে। ইচ্ছাকৃত দুঃখ অনিশ্চিত জাঁকজমকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। একটি শুধু পূর্ণ হতে থাকে, কখনো একেবারে পূর্ণ হয় না, আর অন্যটির তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সব চেয়ে ভাল অবস্থায় সন্তোষ নেই, সে তো অতি খারাপ। খারাপের চেয়েও খারাপ।

টাইমন উত্তর দিলেন, তুমি এমন একটি মানুষ, ভাগ্যদেবীর পেলব বাহু তোমাকে কখনো জড়িয়ে ধরেনি, তুমি জন্ম থেকেই কুকুরের সামিল। আমাদের জন্ম থেকেই আমরা যা, তুমি যদি তাই হতে, যদি আমাদের মতোই পৃথিবীর সমস্ত সুখ পেতে, তার ঐ নিষ্ক্রিয় ঔষধ পান করতে, তুমিও অমনি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে এপেমেন্তাস। যৌবনকে কামনার শয্যার পর শয্যায় ঝরিয়ে দিতে,

কখনো গুরুজনের তুষার-শীতল বাণী শুনতে না। তোমার সুমুখে যে মাধুর্যের মোড়ক-মোড়া জীবন রয়েছে, সেই জীবনেরই অনুসরণ করতে। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম এই দুনিয়াকে এক মধুর ভাণ্ডার হিসেবে। মানুষের মুখ, জিভ, চোখ, হৃদয় তো আমার সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। আমি তাদের সেবা করবারও ভার দিতে পারিনি, তারা ছিল সংখ্যায় এত বেশী। গাছে যেমন পাতা থাকে, তেমনি অসংখ্য ছিল তারা। আমি ছিলাম ওক বৃক্ষ, কিন্তু শীতের এক ঝাঁপটায় যেমন ওকের পাতা খসে পড়ে, সে নগ্ন হয়ে যায়, তেমনি দুর্ভাগ্যের বাত্যায় তারা খসে পড়ল। আমি একেবারে বন্ধুহীন হয়ে গেলাম, নিষ্পত্র ওকের মতোই আমার দশা। যখনি ঝড় বয়, আমাকেই সইতে হয় সেই ঝড়ের প্রকোপ। যে কখনো সুসময় ছাড়া দেখে নি, আজ তো তার ঘোর দুঃসময়। আর তুমি? তোমার জীবন শুরু হয়েছিল দুঃখে, সময় তোমাকে কঠোর করে তুলেছে। তুমি কেন, মানুষকে ঘৃণা করবে এপেমেন্তাস? তারা তো তোমাকে কটুকথা বলে নি। তুমি কি দিয়েছ? তুমি তোমার পিতাকে অভিশাপ দিতে পার বটে। সে বেচারীই হবেন তোমার অভিশাপের বস্তু। তিনি হয়ত ঘৃণা করে এক ভিখারিণীর গর্ভে তোমাকে জন্ম দিয়েছিলেন, আর তোমাকে সৃষ্টি করেছিলেন দরিদ্র হিসেবে—ওয়ারিশানসূত্রে দারিদ্র্যই পেয়েছিলে। যাও, দূর হয়ে যাও। যদি মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম না হও, তুমিও চাটুকার, তুমিও ধূর্ত।

এখনো তোমার গর্ব টাইমন!

হ্যাঁ, এই আমার গর্ব—টাইমন বললেন, আমি এপেমেন্তাস নই।

আমি আমিই, এপেমেন্তাস বললেন, আমি উচ্ছৃঙ্খল নই।

আমি আমিই! টাইমন উত্তর দিলেন। যদি আমার সমস্ত ধন দিয়ে তোমাকে বন্দী করে রাখতে পারতাম, আমি তোমাকে গলায় ফাঁসি দিয়ে মরতে বলতাম। যাও—চলে যাও।

কন্দমূলটি দেখিয়ে বললেন, অ্যাথেন্সের সমস্ত জীবন এই মূলের মধ্যে—আমি এই মূল খাব।

এই বলে মূল খেতে লাগলেন।

এপেমেন্তাস বললেন, আমি তোমার ভোজকে একটু ভাল করে তুলতে চাই। পুঁটলি থেকে তিনি খাবার বের করে দিলেন।

আগে আমার পরিবেশকে ভাল কর, শুধরে দাও। যাও—চলে যাও।

আমি চলে গিয়ে আমার পরিবেশকেও তোমার আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে চাই টাইমন।

শোধরানো তো যায় না, শুধু যো-সো রকমে তালি মারা হয়—টাইমন বললেন।

অ্যাথেন্সের ওদের কি কিছু বলবার আছে টাইমন? এপেমেন্তাস শুধালেন। তাহলে বল।

যাও—ঘূর্ণিবায়ুর মতো ছুটে যাও অ্যাথেন্সে, টাইমন উত্তর দিলেন। যদি ইচ্ছে কর তো বলতে পার, এখানে আমার সোনা আছে। ঐ দেখ! তিনি সোনার তাল দেখিয়ে দিলেন।

এখানে তো সোনার কোন মূল্য নেই।

না, না, এর সবচেয়ে মূল্য এখানেই। এখানে সোনা ঘুমোয়। ক্ষতি করে না।

এপেমেন্তাস শুধালেন, রাতে কোথায় তুমি ঘুমোও টাইমন?

আমার মাথার উপরে যে আকাশ, তারই তলায়, টাইমন উত্তর দিলেন। কিন্তু তুমি আজকাল কোথায় খাও এপেমেন্তাস?

যেখানে আমার উদর মাংস পায়, সেখানে আমি মাংস খুজে পাই।

বিষ যদি আমার বাধ্য হোত, আমার মনের কথা যদি জানত

কোথায় পাঠাতে তাকে?

তোমার খাদ্যকে বিষাক্ত করে দিতে।

এপেমেন্তাস বললেন, ,টাইমন তুমি মধ্যপথ জাননা, তুমি জান দুই চরম সীমার খবর। যখন তোমার গিল্টি ছিল, যখন তোমার ধনের সৌরভ ছিল, তখন ওরা তোমাকে বিদ্রূপ করত, আর আজ তোমার ছিন্নবস্ত্রে সে সব কিছুই নেই—কিন্তু তবু তুমি তাদের দ্বারা ঘৃণিত।

যাও বলছি!

এপেমেন্তাস খাদ্য সামনে রাখলেন।

যা আমি ঘৃণা করি, তা আমি ছুঁইনে।

ঘৃণা কি বাধা?

হাঁ, যদিও তার সঙ্গে তোমার আদল আছে।

যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তুমি তাদের ঘৃণা করতে। আজ তো তোমার নিজেকে ভালবাসা উচিত। তুমি কোথায় দেখেছ, নিঃসম্বল হয়ে মানুষ প্রিয় হয়?

টাইমন বললেন, তুমি কি কখনো কারো প্রিয় হয়েছ?

আমি আপন প্রিয়।

তোমাকে বুঝলাম। কুকুর পোষার সামর্থ্য তোমার আছে।

পৃথিবীতে তোমার তোষামদকারীদের কাদের সঙ্গে সবচেয়ে ঠিক তুলনা করা যায় টাইমন?

আমার কিন্তু মনে হয়, টাইমন বললেন, মেয়েরাই সবচেয়ে নিকট। এপেমেন্তাস, তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি পৃথিবীকে কি করতে!

শ্বাপদের হাতে তুলে দিতাম, এপেমেন্তাস উত্তর দিলেন। মানুষের হাত থেকে মুক্তি পেতেই একাজ করতাম।

তুমি নিজে যদি মানুষের দলে পড়তে, তাহলে কি শ্বাপদ হতে?

হাঁ, এপেমেন্তাস উত্তর দিলেন।

আমার এ পাশব আকাঙ্ক্ষা দেবতারা যেন পূর্ণ করেন। তুমি যদি সিংহ হতে, শৃগাল তোমাকে প্রতারণা করত, টাইমন বললেন। যদি শৃগাল হতে, সিংহ তোমাকে সন্দেহ করত, হয়তো গাধা তোমার নামে অভিযোগ আনত। তুমি যদি গাধা হতে, তোমায় নির্বুদ্ধিতা

তোমাকে পীড়া দিত। তবু তুমি নেকড়ের প্রাতরাশের খাদ্য হয়ে বাঁচতে। যদি নেকড়ে হতে তোমার লোভ তোমাকে পীড়া দিত, আর ঐ খাদ্যের জন্যই বার বার জীবন বিপন্ন করতে। তুমি যদি অর্ধঅশ্ব অর্ধ নর জীব হতে, তোমার গর্ব আর ক্রোধ তোমাকে বিপর্যস্ত করত। তোমাদের ক্রোধের বলি পড়তে তুমি নিজে। যদি ভালুক হতে, তাহলে ঘোড়ার হাতেই তোমার মৃত্যু হোত, যদি ঘোড়া হতে, তাহলে চিতার হাতে তুমি ধরা পড়তে; আর চিতা হলে সিংহের শত্রু হতে, তোমার জাতের গায়ের দাগই হোত তোমার প্রাণদণ্ডের জুরী। তোমার নিরাপত্তাই হোত তোমার বিপদ, আর তোমার আত্মরক্ষার উপায় থাকত না। তুমি কোন্ পশু হতে পারতে, যে পশুর হাতে বধ্য নয়? তুমি এর মধ্যেই বা কেমন পশু বনে গেছ যে, তোমার পরিবর্তন বুঝতে পারছনা?

এপেমেন্তাস বললেন, আমার সঙ্গে আলাপ করে আমাকে সুখী করতে হলে এই কথার মতো আর কথা নেই। অ্যাথেন্স যেন পশুর অরণ্য হয়ে আছে।

গাধা কি প্রাচীর টপকেছে? টাইমন বিদ্রূপভরে বললেন, তুমি যে শহরের বাইরে?

এপেমেন্তাস বললেন, ঐ দেখ, এক কবি আর চিত্রকর আসছে। সঙ্গ লাভ কর টাইমন, ঐ মারীর মতো বিষাক্ত সঙ্গলাভ করে ধন্য হও। আমার কিন্তু মারীর বড় ভয়, আমি পালাই। আবার যখন কি করব ভেবে পাব না, তখন দেখা হবে।

যখন তুমি ছাড়া আর কেউ জীবন্ত থাকবে না, তখন তোমাকে আমি স্বাগত জানাব এপেমেন্তাস, টাইমন বললেন, আমি ভিখারীর কুকুর হব, তবু এপেমেন্তাস হব না।

তুমি সমস্ত নির্বোধদের শিরোমণি, এপেমেন্তাস বললেন।

তুমি কি এমন বিশুদ্ধ যে কেতাবের উপর থুথু ফেলতে পার?

তোমাকে মারীতে ধরুক? তুমি এমন অধম যে অভিশাপেরও

অযোগ্য। আর যে যত বদমায়েস হোক, তোমার পাশে দাঁড়ালে তাদের মহৎ বলেই মনে হবে।

তুমি যা বলছ, কুষ্ঠের চেয়েও তা ঘৃণিত।

আমি যদি তোমাকে গাল দিই—আমি তোমাকে পেটাব কিন্তু একটা দোষ হবে—আমার হাত বিষাক্ত হবে।

যদি পারতাম, তোমার ঐ দেহ আমার জিভের ধারে বিষাক্ত করে দিতাম।

ওরে ঘৃণিত কুকুরের জম্মিত—দূর হয়ে যা। টাইমন বলে উঠলেন। তুই জ্যান্ত থাকলে আমি রাগে মরে যাব। তোকে দেখলে আমার মূর্চ্ছা হয়।

তুমি ফেটে মর না.কেন! এপেমেন্তাস বললেন।

যা দুর হ! আমার দুঃখ, একখানা পাথর তোর জন্যে আমাকে খরচ করতে হবে।

একখানা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে টাইমন এপেমেন্তাসের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

পশু! এপেমেন্তাস চিৎকার করে উঠলেন।

ক্রীতদাস! টাইমন গর্জে দিলেন প্রত্যুত্তর।

সরীসৃপ!

ইতর! পাজী—পাজী—পাজী। টাইমন বলে উঠলেন।

তারপর বললেন, এই মিথ্যাবাদী পৃথিবী আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমি এর তুচ্ছতম প্রয়োজনীয় জিনিসটিকেও গ্রহণ করবনা। টাইমন, প্রস্তুত কর তোমার কবর। শুয়ে থাক তোমার কবরে, যেখানে সমুদ্রের হালকা ফেনা এসে কবরের পাথরের উপর আঘাত করবে, তোমার সমাধিলিপি হোক এই—আমার মৃত্যু যেন অপরের জীবনকে অভিশাপ দেয়।

সোনার তালগুলির দিকে চেয়ে এপেমেন্তাস বললেন, ওরে রাজ হত্যাকারী—ওরে পুত্র আর পিতার বিভেদকারী! ওরে মানুষের

পবিত্রশয্যা কলুষিতকারী, তুই তো চির তরুণ, চির সতেজ, তুই তো মানুষের চিরপ্রিয়। ডায়ানা পবিত্রতার দেবী, তাঁর নির্মল দেহে যে পবিত্রতার তুষার জমে আছে, তাও তুই গলিয়ে দিতে পারিস। তুইতো দৃশ্যমান দেবতা—তুই অসম্ভবকে সম্ভব করিস, তোর জিহ্বা তো সর্বত্র, সর্ব উদ্দেশ্যে ব্যাপৃত। তোর দাস তো মানুষ কিন্তু সেই মানুষ বিদ্রোহী হয়, তারা চায় পশুর দুনিয়া।

তাই যদি হোত, এপেমেন্তাস বললেন, কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে তো তা হবে না। আমি বলব, তোমার ঐ সোনা তোমার চারিদিকে শীঘ্রই ভিড় জমিয়ে তুলবে টাইমন।

ভিড় জমিয়ে তুলবে?

হাঁ।

যাও দূর হও—এই আমার প্রার্থনা।

যাই—তুমি বাঁচো, তোমার ঐ স্বর্ণ-রক্ষিতাকে ভালবাস। এপেমেন্তাস অভিশাপ দিলেন।

আর তুমি বাঁচ, তোমার ঐ দুর্দশাকে ভালবাস। টাইমন বললেন।

এপেমেন্তাস চলে গেলেন।

টাইমন বলে উঠলেন। টাইমন, মানুষকে দলে পিষে দাও! যাও টাইমন, ওদের ঘৃণা কর।

কন্দমূল চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছেন টাইমন, এমন সময় একদল দস্যু এসে প্রবেশ করল।

কোথায় সোনা পেলে? প্রথম দস্যু অন্যান্য দস্যুদের বললে। এ হয়তো ওর ভাণ্ডারের অবশেষ। ঐ সোনার অভাবেই তো ওকে বন্ধুরা ছেড়ে গেল।

কিন্তু চারিদিকে রটে গেছে, অনেক নাকি সোনা আছে ওর কাছে, দ্বিতীয় দস্যু বললে।

আমরা ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি সোনার লোভ না থাকে, তাহলে আমাদের সহজেই দিয়ে দেবে, তৃতীয় দস্যু বললে,

আর যদি কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রাখে, তখন কি করে আমরা পাব?

সত্যি কথা! নিজের কাছে তো আর রাখে নি। লুকিয়ে রেখেছ, দ্বিতীয় দস্যু বললে।

ওরা বলাবলি করছিল, এতক্ষণ টাইমনকে দেখেনি। তিনি একখানা পাথরের উপর বসে কন্দমূল খেয়ে চলেছেন। ওরা এবার তাঁকে দেখতে পেল।

ঐ সেই না? প্রথম দস্যু শুধালে।

কোথায়?

ঐ যে! বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

হুবহু সেই! আমি তাকে চিনি।

দস্যুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, টাইমন, নিজেকে বাঁচাও!

কে তোমরা—তস্কর? টাইমন শান্ত স্বরে শুধালেন।

যোদ্ধা, তস্কর নই। গর্জে উঠল দস্যুদল।

দুই-ই সমান, নারীগর্ভজাত পুত্র তো তোমরা।

না, না, আমরা তস্কর নই, কিন্তু অভাবী মানুষ। দস্যুরা জানালে।

তোমাদের সব চেয়ে অভাব কি জান, তোমরা সুস্বাদু খাদ্য চাও, আরাম চাও। কেন তোমরা চাও? দেখ, মাটি আমাদের কন্দমূল দিতে পারে। এই সেই কন্দমূল। এই এক মাইলের মধ্যে বহু ঝরনা পাবে। তোমাদের সুমুখে আছে প্রকৃতির খাদ্যভাণ্ডার, পানীয়ের ভাণ্ডার ছড়িয়ে—তাহলে কেন তোমাদের এই অভাব? এই যে ঝোপে ঝোপে সোনালী ফল। ঐই যে ওক গাছের পাতা—

প্রথম দস্যু বললে, আমরা ঘাস, পাতা, কাঁটা ঝোপের ফল আর জল খেয়ে বাঁচতে পারিনে। আমরা পশু, পাখী বা মাছ নই।

তা যখন নও, তখন পশু, পাখী আর মাছ খেতেও তোমরা পারনা। ওগুলো পশু পাখী আর মাছেদের নিজেদের খাদ্য। তোমরা মানুষ, তোমাদের মানুষকে খেতে হবে। তবে তোমাদের এক ব্যাপারে

ধন্যবাদ দিই, তোমরা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে আসনি, তোমরা একেবারে চোর বলে জানান দিয়েই এসেছ। যে কোন পেশায়ই তো আছে চৌর্যবৃত্তি। যাও, এই সোনা নাও। যাও আঙুরে যে রক্ত ধারা বয়, তা চুষে-শুষে পান কর? যতক্ষণ না জ্বরে তোমাদের রক্ত জমাট বেঁধে যায়, ততক্ষণ পান কর, তাতে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচবে। বৈদ্যকে বিশ্বাস কোরো না। ওর ঔষধে তো বিষ আছে, ও তোমাদের চেয়ে বেশি হত্যা করে। তোমরা টাকা নাও, একসঙ্গে থাক, বদমায়েসী কর—শ্রমিকের মতোই এ কাজ করে যাও। আমি চৌর্যবৃত্তির উদাহরণ দিচ্ছি। সূর্যও তো চোর। তার সূর্যকিরণে সে ডাকাতি করে। চন্দ্র ও তো চোর। তার ঐ বিবর্ণ জ্যোৎস্না সে চুরি করে সূর্যের কাছ থেকে। সাগরও চোর, তার তরল তরঙ্গে চন্দ্রকে লবনাক্ত সলিলে ভাসিয়ে দেয়। এই মৃত্তিকাও চোর, সে আবহাওয়া চুরি করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। সবাই চোর, সবাই চোর! যে আইনে তুমি দাবিয়ে রাখ, বেত মার, সেই আইন তো চৌর্যবৃত্তি নিরোধ করতে পারে না। যাও, পরস্পরকে ভালবেসো না! নিজেদের মধ্যে ডাকাতি চালাও! সোনা, সোনা তো অঢেল। সবাই চোর। যাও—অ্যাথেন্সে চলে যাও! দোকান ভাঙো! লুঠতরাজ কর! এমন কিছু চুরি করতে পারবেনা, যা চোরের চুরি যাবে না; তাই বলে চুরি করতে গিয়ে ভয় পেয়োনা! সোনা তোমাদের মধ্যে বিপর্যয় আনুক। স্বস্তি: স্বস্তি: স্বস্তি!

দস্যুরা নীরব হয়ে শুনলে টাইমনের এই দীর্ঘ বক্তৃতা। এবার তৃতীয় দস্যু বললে, উনি আমাকে ঢিট করে দিয়েছেন, আমাকে চুরি করতে বলে উনি চুরির উপর ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছেন

মানুষ জাতটার উপর খাপ্পা বলেই অমন উপদেশ দিলে, প্রথম দস্যু জানালে।

ও আমার দুষমণ, আমার পেশা ছাড়তে বলে! দ্বিতীয় দস্যু উত্তেজিত হয়ে বললে।

চল, এথেন্সে গিয়ে দেখি, সেখানে সব শান্ত কি না, প্রথম দস্যু বললে। লোকটা সত্য কথা বলতে পারে।

দস্যুরা একদিক দিয়ে চলে গেল, আর এক দিক দিয়ে এসে প্রবেশ করল ফ্লাভিয়াস। সে টাইমনকে পাথরের উপর বসে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল।

হায়রে দেবতা—এই যে ঘৃণিত, অবহেলিত, সাধারণ মানুষটি—ঐ কি আমার প্রভু টাইমন? উনি তো ধ্বংসের স্তূপ। অভাব মানুষের সম্মানকে কেমন বদলে দেয়—উনি তো তারই শোচনীয় উদাহরণ। পৃথিবীতে বন্ধুর চেয়ে শত্রু আর কে আছে। তারা তো মহান আত্মাকে শোচনীয় দশায় টেনে নামাতে পারে। আমি বরং যারা ক্ষতি করে তাদের ভালবাসব, তবু বন্ধুকে নয়।

সে কাছে এগিয়ে এসে ডাকলে,

প্রভু! আমার প্রভু?

টাইমন নীরবে বসেছিলেন, হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন, যাও—দূর হও! কে তুই?

আপনি আমাকে ভুলে গেছেন প্রভু! ফ্লাভিয়াস বললেন।

টাইমন তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, আমি তো মানুষকে ভুলে গেছি, যদি তুমি মানুষ হও—তোমাকেও ভুলে গেছি।

আমি আপনার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভু।

তাহলে তো, চিনিই না। আমার চারিদিকে তো সৎলোক ছিল না। যারা ছিল, সবাই পাজী। ওরা পাপিষ্ঠদের পরিবেশন করত, পাপের সেবা করত।

কিন্তু, ফ্লাভিয়াস বললে, আপনার ভাণ্ডারী তো প্রভুর বিপর্যয়ে সত্যকারের দুঃখিত—তার সাক্ষী আছেন দেবতারা।

সে কি, তুমি কাঁদছ—টাইমন অবাক হলেন। কাছে এস। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি তো নারীগর্ভজাত, কিন্তু নারীগর্ভজাত, মানুষ জাতকে তুমি ছেড়ে এসেছ। কেননা, তাদের চোখে কান্না

নেই—আছে শুধু কামনা। করুণা তো ঘুমিয়ে থাকে। আর অদ্ভুত কান্না দেখা দেয়, মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদে, কাঁদতে—কাঁদতে কাঁদেনা।

প্রভু, ফ্লাভিয়াস বললে, আমাকে চিনতে চেষ্টা করুন—এই আমার মিনতি। আমার কিছু ধন আছে, তাই নিয়ে এসেছি আপনার বাজার সরকার হতে।

দেখি, দেখি, আমার ভাণ্ডারী—তোমার মুখ দেখি। টাইমন যেন একটু দ্রবীভূত হলেন। এমন বিশ্বাসী, এমন ন্যায়বান আমার ভাণ্ডারী—দেখি—মুখ দেখি! এ নিশ্চয়ই নারীর গর্ভজাত—তাহলে আমার নারীজাতির প্রতি সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য ক্ষমা কর হে দেবতাগণ! একজন সৎ লোক আমি পেয়েছি—একথা আমি ঘোষণা করি। আমাকে ভুল বুঝোনা। শুধু একজন, আর নয়। সে আমারই ভাণ্ডারী। সমস্ত মানুষ জাতকে ঘৃণা করেই আমার আনন্দ, কিন্তু তুমি বেঁচে গেলে। শুধু তুমি, বাকি সবাই ঘৃণিত। সবাইকে আমি অভিশাপ দিই। শোন, ফ্লাভিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে হয় তুমি বুদ্ধিমানের চেয়ে সৎ বেশি ; আমাকে প্রতারণা করে তুমি তো আর-একটা চাকুরি জোটাতে পার। অনেকে প্রথম প্রভুর গলা কেটে দ্বিতীয় প্রভুর কাছে যায়। বল, আমাকে সত্য করে বল! আমার সন্দেহ থাকবেই। তোমার এই মায়া—একি কুসীদজীবীর দয়া নয়? নয় কি ধনীর উপহারের মতো? একটির জায়গায় বিশটি আদায় করবে, সেই তার আশা।

ফ্লাভিয়াস বুক চাপড়ে বললে, হায় প্রভু, সন্দেহ আপনার বুকে বাসা বেঁধেছে। যখন আপনি বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করতেন, সেই ছলনায় ভরা কাজে থাকতে পারত সন্দেহ, সন্দেহ থাকতে পারত যখন আপনার সামান্য সম্পত্তিও ছিল, কিন্তু এখন তো সন্দেহের সময় অতীত। আমার যা দেখছেন, এ শুধু ভালবাসা, কর্তব্য বিশ্বাস করুন প্রভু।

তুমি বিশ্বাসী, তুমি সৎ, টাইমন বললেন, এই সোনা নাও। তিনি এক তাল সোনা নিয়ে তার হাতে দিলেন। যাও সুখে থাক, সমৃদ্ধ হও। কিন্তু একটা শর্ত আছে। মানুষের থেকে দূরে থাকবে, সবাইকে ঘৃণা করবে, সবাইকে অভিশাপ দেবে, কাউকে দাক্ষিন্য দেখাবেনা—ক্ষুধার্তের অস্থি থেকে মাংস খসে পড়ুক, তুমি তাকে সাহায্য করবে না। যা মানুষকে দিতে পারবে না, তা দেবে কুকুরকে। ওরা বন্দীশালা ভরতি করুক, ওরা শুকিয়ে মরুক, দাবানলে দগ্ধ অরণ্যের মতো হোক মানুষ, রোগ ওদের ঐ মিথ্যা শোণিতধারা চেটে চেটে খাক!

প্রভু, প্রভু, আমি আপনার কাছে থাকব, আপনাকে সেবা করব—এই আমার ইচ্ছা। ফ্লাভিয়াস বললে।

টাইমন গর্জে উঠলেন, যদি অভিশাপে ঘৃণা থাকে, এখানে থেকো না! পালাও—এখানে থেকো না! আমি যেন তোমাকে দেখতে না পাই! এতক্ষণ আশীর্বাদ পেয়েছ, এবার পাবে অভিশাপ। পালাও!

টাইমন উঠে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধ তাঁর ভঙ্গী। ফ্লাভিয়াস একবার সেদিকে তাকিয়ে চলে গেল। টাইমন ছুটে গুহার মধ্যে চলে গেলেন।

চতুর্থ অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

সেই এথেন্সের থেকে দূরে ঘন অরণ্য। সেই পর্বতের গুহার সম্মুখ ভাগ। টাইমনের দেখা নেই। তিনি হয়তো শ্বাপদের মতো অরণ্যে ঘুরছেন, হয়তো গাছের পাতা ছিঁড়ছেন—রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায়।

কবি আর চিত্রকরকে দেখা গেল। তাঁরা চিরদিনই দুস্থ, তাদের মুরুব্বী ধনীরা। আর সেই ধনীদের মধ্যে সেরা ছিলেন টাইমন। টাইমন তার উপরে ছিলেন রসিক। তিনি চলে যেতে তাঁরা দুঃখেই কাল কাটাচ্ছিলেন। আবার তিনি সোনা পেয়েছেন, এ খবর অ্যাথেন্সে রটে গেছে। তাই তাঁরা এসেছেন তাঁর কাছে সোনা ভিক্ষা মাগতে।

চিত্রকর বললেন, এখানেই হবে জায়গাটা।

কবি বললেন, কিন্তু গুজবটা কি সত্যি?

নিশ্চয়! আলসিবিয়াডিস একথা বলেছেন, ফ্রিনিয়া আর টিমাণ্ড্রার কাছে ভাল ভাল সোনা দেখেছি, সেগুলি তিনিই দিয়েছেন। গরীব সৈন্যদেরও অনেক সোনা দিয়েছেন। নিজের ভাণ্ডারীকে তো মোটা টাকা দিয়েছেন।

তাহলে, তিনি বন্ধু-বান্ধবদের পরীক্ষাই করছিলেন?

তাছাড়া কি! আবার তাঁকে অ্যাথেন্সে দেখতে পাব, আবার তিনি অভিজাত স্বর্গে উদয় হবেন। তাই আমাদের এই শ্রদ্ধা জানাতে আসা, এ বৃথা যাবে না। আমরা তাঁর দুর্দশায় সহানুভূতি জানাতে এসেছি, এই কথাই বলব। আমাদের সাধুতা এতে প্রমাণিত হবে, উনিও আমাদের সোনা দেবেন।

তুমি ওঁকে কি উপহার দেবে? কবি চিত্রকরকে শুধালেন

কিছুই না, শুধু আমার উপস্থিতিই উপহার দেব। আমি একটা চমৎকার ছবির প্রতিশ্রুতি দেব।

আমাকেও ঐ কথাই বলতে হবে। কবি বললেন।

চিত্রকর বললেন, এখন প্রতিশ্রুতিই চালু। আশায় থাকুন, তারপর দেওয়া না-দেওয়া পরের কথা। প্রতিশ্রুতিই এখন ভদ্রতা। ফ্যাসান। যে প্রতিশ্রুতি দেয় আবার তা রাখেও। তার বিচার-বুদ্ধি যে রোগদুষ্ট একথা বোঝা যায়।

টাইমন এমন সময় গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। টাইমন সব শুনেছেন। তিনি আপন মনে বললেন,

চমৎকার! চমৎকার! নিজেকে যেমন আঁকলে, এমন কুৎসিত করে আর কাউকে আঁকতে পারবে না।

ওঁরা তাঁকে দেখতে পাননি, তাই কবি বললেন, ভাবছি, আমি ওঁর কাছে বলব, আমি কি করব। ওর ব্যক্তিত্ব নিয়েই লেখা হবে আমার কাব্য। সমৃদ্ধির কোমলতার বিরুদ্ধে সে হবে এক তীব্র বিদ্রূপ। দেখাব কি অসীম চাটুবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল তারুণ্য ধন-সম্পদকে ঘিরে থাকে।

টাইমন আপন মনে বললেন, তোমরা কি নিজেদের পাপিষ্ঠ বলে চিত্রিত করবে নিজেদের সৃষ্টিতে? তোমাদের নিজেদের দোষে কি চাবুক মারবে অন্য লোককে? তাই কর, আমি তোমাদের সোনা দেব।

আসুন, কবি বললেন, ওঁকে খুঁজে বের করি। এখন না বের করলে হয়তো দেরীই হয়ে যাবে।

সত্যি কথা, চিত্রকর সায় দিলেন, দিনের আলো যখন আছে, রাত যখন কালো হয়ে আসে নি, এই আলোয় তুমি যা খুঁজছ খুঁজে নাও! চলুন!

টাইমন আপন মনে বললেন, তোমাদের সঙ্গে ঐ পথের বাঁকে দেখা করব। দেবতারা অর্থের মালিক, অথচ সেই অর্থের উপাসনা

হয় হীন মন্দিরে। অথচ ঐ সোনা তো জাহাজ ভাসায় জলে, ফেনা কেটে চলে। কিন্তু সেই সোনা তো হীন, মারীর বিষ আছে তাতে। হাঁ, ওদের সঙ্গে দেখা করব।

ওঁরা চলে যাচ্ছিলেন, টাইমন হঠাৎ এসে ওঁদের স্থমুখে দাঁড়ালেন।

কবি বলে উঠলেন, হে স্থযোগ্য বণিক টাইমন, আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

এই যে আমাদের অতীতের উদার হৃদয় প্রভু! চিত্রকর বলে উঠলেন।

টাইমন বললেন, আবার কি তুজন সজ্জনের মুখ দেখতে পেলাম।

মহাশয়, কবি বললেন, আপনার বদান্যতার স্বাদ আমরা এক সময়ে যথেষ্ট পেতাম, তারপরে শুনলাম, আপনি নগর ছেড়ে চলে গেছেন, নিভৃত জীবন যাপন করছেন, আপনার বন্ধুরা একে একে ঘসে গেছেন। ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলাম তাদের বিরুদ্ধে। ওদের শাস্তি দিতে স্বর্গের সমস্ত দণ্ডও যথেষ্ট নয়। আপনার উদারতা ছিল নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, আপনি তাদের জীবন জুগিয়েছিলেন। না, না, ঐ ভীষণ অকৃতজ্ঞতা তো ক্ষমা করতেও আমি পারব না।

টাইমন উত্তর দিলেন, চুলোয় যাক ওদের কথা। আপনারা ক'জন সজ্জন আছেন বলেই ওদের ভাল করে চেনা যায়।

চিত্রকর বললেন, আমি আর কবি আপনার দানের বর্ষণে অভিভূত, আমরা তা অনুভবও করেছি।

আপনারা সৎ বলেই তা করেছেন, টাইমন বললেন।

আমরা এখানে এসেছি, আপনার সেবা করতে। কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

সাধু আপনারা, আপনারাই মানুষের মধ্যে সেরা। টাইমন ধীরে ধীরে বললেন। কি করে আপনাদের সমাদর করব ভেবে পাচ্ছিনে। আপনারা কি কন্দমূল খেতে পারবেন, শীতল জলপানে কি আপনাদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে? না—তা তো হতে পারে না।

আমরা যেভাবে পারি আপনার সেবা করব, দুজনে বলে উঠলেন।

আপনারা সৎ, টাইমন বললেন, আপনারা শুনেছেন আমার কাছে বহু সোনা। হাঁ, আছে বইকি। সত্য বলুন—আপনারা তো সজ্জন?

হাঁ, একথা আমরা শুনেছি, চিত্রকর বললেন। কিন্তু সেকথা শুনে তো আমি আর আমার বন্ধু আসি নি।

ভাল—ভাল। আপনারা সাধু—আপনারা কেন আসবেন? আপনারা জাল হলেও এথেন্সের জাল মানুষের মধ্যে সেরা। হ্যাঁ, আপনারাই সেরা। আপনারা আসলকে নিখুঁত জাল করেছেন। টাইমনের স্বরে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। কিন্তু একটা কথা, আপনাদের সৃষ্টি খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু একটু খুঁত আছে—না, না, তেমন বড় খুঁত নয়। আপনারা সে-খুঁত শোধরাবেন এমন কথাও বলিনে।

আমাদের মিনতি, আপনি যদি তা জানান তো বাধিত হই, দুজনেই বলে উঠলেন।

আপনাদের খারাপ লাগবে, টাইমন উত্তর দিলেন।

লাগুক, আমরা শুনতে চাই।

সত্যি শুনবেন?

তাতে সন্দেহ করবেন না মহামান্য লর্ড।

তাহলে শুনুন, টাইমন বলে উঠলেন, আপনারা সবাই ধূর্ত আর চোরকে বিশ্বাস করেন, সে আপনাদের ঠকায়।

তাই কি?

হাঁ। আপনারা তার সবই জানেন, অথচ তাকে ভালবাসেন, তাকে ভোজ দেন, সম্মান করেন। অথচ সে যে পাপিষ্ঠ, সে কথা জানতে তো আপনাদের বাকি নেই।

আমি তো এমন লোককে চিনিনে। কবি বললেন।

আমিও না। চিত্রকর সায় দিলেন।

দেখুন, আমি আপনাদের ভালবাসি। আমি আপনাদের অর্থ দেব কিন্তু একটি কাজ করতে হবে, আপনাদের সমাজ থেকে এই পাপ দূর

করতে হবে, তাদের ফাঁসি লটকাতে হবে, ছোরা মারতে হবে তারপরে আমার কাছে আসবেন, আমি দেব—যথেষ্ট অর্থ দেব—সোনায় মুড়ে দেব।

তাদের নাম বলে দিন প্রভু, তাদের আমরা চিনে নিই, দুজনেই বলে উঠলেন।

টাইমন হেসে বললেন, তুমি এদিকে দাঁড়াও কবি, আর চিত্রকর ওদিকে দাঁড়াও। মানুষ তো একাই, কিন্তু মূর্ত্তিমান পাপ তো সঙ্গীই খোঁজে। চিত্রকর তুমি যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক, দুটি পাপিষ্ঠ এক হতে পারবেনা। ওর কাছে এস না। আর কবি, যদি পাপাত্মার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চাও, তাহলে ওর কাছে ঘেঁসোনা। জানি তোমরা অর্থের জন্য এসেছ—ঐ যে অর্থ। ওরে দাসের দল।

টাকা নে—ওরে কুকুরের দল! পালা!

তাদের মেরে তাড়িয়ে দিলেন টাইমন। তারপর নিজেও গুহার ভিতরে ছুটে চলে গেলেন। এমন সময় ফ্লাভিয়াস ও দুজন সীনেট-সভ্য এসে অপর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করলেন।

বৃথা চেষ্টা! ফ্লাভিয়াস বললে, টাইমনের সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব নয়। তিনি নিজেতেই নিজে বিভোর, নিজেই নিজের বন্ধু।

আমাদের তাঁর গুহায় নিয়ে চল, আমরা অ্যাথেন্সবাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, টাইমনের সঙ্গে কথা বলব, প্রথম সীনেট সভ্য বললেন।

দেখ, সব সময়ে মানুষ একরকম থাকে না। দুঃসময় আর দুঃখ তাঁকে অমন করে তুলেছে। আমাদের নিয়ে চল, দ্বিতীয় সীনেট-সভ্য বললেন।

ফ্লাভিয়াস আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, এই তাঁর গুহা—এখানে শান্তি আর সন্তোষ বিরাজ করুক। প্রভু টাইমন, প্রভু! আপনি বেরিয়ে আসুন, দেখুন বন্ধুরা এসেছেন! দেখুন টাইমন, সীনেট সভ্যরা আপনাকে সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন।

টাইমন গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

যদি কথা বলতেই এসে থাকো, টাইমন তীব্র স্বরে বললেন, তাহলে যে সূর্য সান্ত্বনা দেয়, অগ্নি ঝরায়, তার নামে বলছি, বল তোমাদের কথা, তারপর নিপাত যাও! প্রতিটি সত্যকথা তো ফোস্কার মতো, আর প্রতিটি মিথ্যা কথা তো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড, কথা বলার সময় পুড়িয়ে দেয় জিভকে।

টাইমন, যোগ্য টাইমন—প্রথম সদস্য বলতে গেলেন।

কিছুরই যোগ্য নয় টাইমন, যেমন তোমরা যোগ্য পশু, সেও তেমনি।

অ্যাথেন্সের সীনেট সভ্যরা তোমাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন টাইমন।

আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিই, টাইমন বললেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-সম্ভাষণের বদলে মারীবীজ তাদের পাঠাতে চাই। হায়, তা যদি পারতাম!

প্রথম সদস্য বললেন, পূর্বের কথা ভুলে যাও। আমরা দুঃখিত। আমরা সবাই আবার তোমাকে অ্যাথেন্সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, আমরা তোমাকে মহা সম্মানে সম্মানিত করব।

তৃতীয় সভ্য বললেন, তারা তোমার প্রতি অন্যায় আচরণে দুঃখিত। আমরা তোমার প্রতি অন্যায় মুছে দেব, আমাদের ভালবাসা সেখানে লিখে রাখব। চিরদিন তুমি তা পড়বে, সুখী হবে টাইমন।

তোমরা আমাকে মুগ্ধ করেছ, টাইমন বললেন, আমাকে এমন বিস্মিত করেছ যে আমি প্রায় অশ্রু মোচন করব। দাও, দাও, আমাকে নির্বোধের হৃদয় আর নারীর চোখ দাও! আমি কাঁদব। হে যোগ্য সীনেট সভ্যগণ, আমি তো এ সহানুভূতিতে কেঁদে ফেলব।

তাই তো বলি; আমাদের সঙ্গে ফিরে চল টাইমন! প্রথম সীনেটর বললেন। আমাদের অ্যাথেন্সে ফিরে চল! সে তো তোমারও অ্যাথেন্স—তুমি আমাদের নেতা হও। তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাব, দেব সর্বময় ক্ষমতা। তোমার সুনামের সঙ্গে যুক্ত হবে ক্ষমতা। আলসিবিয়াডিসের বর্বর সেনাদলকে আমরা তাড়িয়ে দেব। সে তো

বন্য শূকর, আদিম বর্বরের মতো তার দেশের শান্তি নষ্ট করতে ধেয়ে আসছে।

আমাদের অ্যাথেন্সের প্রাচীরের উপর তার ত্রাসময় তরবারী দিয়ে আঘাত করতে ছুটে আসছে, দ্বিতীয় বললেন।

তাই বলি টাইমন, প্রথম শুরু করলেন আবার।

টাইমন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, বেশ, আমি তাই করব। আলসিবিয়াডিস যদি আমার দেশবাসীকে হত্যা করে, তাহলে আল-সিবিয়াডিস একথা জানুক, টাইমন তা গ্রাহ্য করেনা। কিন্তু যদি সুন্দরী অ্যাথেন্সকে আক্রমণ করে আমাদের বৃদ্ধদের দাড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায়, আমাদের ধর্মযাজিকাদের কলুষিত করে, এক পাশব সমরের অনল সে জ্বালিয়ে তোলে, তাহলে তাকে বলবে, টাইমন একথা বলেছে। আমাদের বৃদ্ধ আর তরুণদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে আমাকে বলতে হয়, আমি তো গ্রাহ্য করিনে! যতক্ষণ জবাব দেবার জন্য তোমাদের গলা আছে, ততক্ষণ তো ছুরি গ্রাহ্য করবেনা। আমার কথা বলি, আমি তো ঐ পূজনীয়দের গলাকাটা উৎসব খুশি হয়েই দেখব। আমি সমৃদ্ধ দেবতাদের হাতে তোমাদের গলার ভার ছেড়ে দিলাম, তস্করের গলার ভার রইল রক্ষীদের হাতে।

ফ্লাভিয়াস বলে উঠল, বৃথা চেষ্টা! আপনারা চলে যান!

আমার সমাধিলিপি লিখছি। কাল দেখতে পাবে। আমার দীর্ঘদিনের দৈহিক পীড়া আর জীবন এখন তার শোধ নিচ্ছে। শূন্যতাই আমার পূর্ণতা এনে দিয়েছে। যাও, বেঁচে থাক—আলসিবিয়াডিস যেন তোমাদের পক্ষে মহামারী হয়ে দেখা দেয়। তোমরাও যেন তার মহামারী হয়ে দেখা দাও—দীর্ঘদিন বেঁচে থাক।

বৃথা বলা, প্রথম সদস্য হতাশ হয়ে বলে উঠলেন।

কিন্তু আমার দেশকে আমি ভালবাসি, টাইমন বললেন, তার ধ্বংসে তো আমার আনন্দ হবে না।

চমৎকার বলেছ টাইমন, আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন প্রথম সদস্য।

আমার দেশবাসীকে আমি ভালবাসি। তাদের বোলো—

হাঁ, কথার মতো কথা বলছ তুমি টাইমন! দ্বিতীয় সদস্য আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

আর সেই কথা আমাদের কানে বিজ্ঞজনের কথা হয়ে প্রবেশ করুক! প্রথম বললেন।

টাইমন বললেন, ওদের আমার কথা বোলো—বোলো—ওদের দুঃখ থেকে অব্যাহতি দিতে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে, আমি কিছু করব। আমি ওদের শেখাব, কি করে ঐ দুর্দ্ধর্ষ আলিসিবিয়াডিসের ক্রোধ নিবারণ করতে হয়।

তাহলে উনি আবার ফিরে আসছেন, প্রথম সদস্য আর সবাইকে বললেন।

টাইমন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, আমার একটি গাছ আছে, এই কাছেই সে গাছটি। কিন্তু আমার নিজের ব্যবহারের জন্য সেটি কেটে ফেলতে হবে। বন্ধুগণ, অ্যাথেন্সবাসীকে বলবেন, যার যেমন দুঃখ, সে সেই অনুপাতে চলে আসতে পারে এখানে, নিজের দুঃখ উপশম করবার জন্য ঐ গাছে এসে ফাঁসি লটকে ঝুলে পড়তে পারে। আমি গাছটি কেটে ফেলার আগেই একাজ করতে হবে। আমার সম্ভাষণ তাদের জানাবেন।

ফ্লাভিয়াস বললে, ওঁকে আর আপনারা বিরক্ত করবেন না!

হাঁ, আমার কাছে আর এসো না! অ্যাথেন্সবাসীকে বোলো, টাইমন তার শাশ্বত প্রাসাদ তুলেছে এই লবণাক্ত উপকূলে। এখানে যার ইচ্ছা হয় এস! আমার সমাধি হবে তোমাদের ভবিষ্যৎবাণী। সমাধি মানুষের গড়া, মৃত্যুই তাদের লাভ। সূর্য তোমার ঐ রশ্মিজাল লুকিয়ে ফেল! টাইমন তো তার পালা শেষ করেছে।

এই বলে টাইমন গুহার ভিতরে ছুটে চলে গেলেন

সিনেটসদস্যেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের বিরতি। এবার প্রথম সিনেটর বললেন, ওর অসন্তোষ আর যাবে না।

আমাদেরও আর ওর সম্পর্কে আশা নেই, দ্বিতীয় সভ্য মন্তব্য করলে। আমাদের এখন ফিরে গিয়ে এই ঘোর বিপদে রক্ষা পাবার অন্য উপায় বের করা উচিত।

তাহলে তাড়াতাড়ি চল। তাড়াতাড়িই উপায় বের করতে হবে। বিলম্বে বিপদ। প্রথম সদস্য বললেন।

তাঁরা চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

অ্যাথেন্সের প্রাচীরের সমুখে দুইজন সীনেটসভ্যকে দেখা গেল। তাঁরা এক দূতের সঙ্গে কথা বলছেন।

তোমার সংবাদ কি?

আলসিবিয়াডিসের অভিযান আসন্ন, দূত জানালে।

যদি টাইমনকে ওরা ফিরিয়ে আনতে না পারে, আমাদের সমূহ বিপদ।

দূত জানালে, আমার একটি দূতের সঙ্গে দেখা হল। সে আমার পুরানো বন্ধু। এই লোকটি আলসিবিয়াডিসের শিবির থেকে টাইমনের গুহায় ঘোড়া দাবড়িয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল আপনাদের এই নগরের বিরুদ্ধে বিপত্তিপূর্ণ পত্র।

এমন সময় সীনেটসভ্যেরা এসে প্রবেশ করলেন।

ঐ আমাদের বন্ধুরা আসছেন। একজন সীনেটসদস্য বললেন। টাইমনের সংবাদ কি?

টাইমনের কথা বোলোনা, তৃতীয় সিনেট সদস্য বললেন, শত্রুর দামামা শোনা যাচ্ছে। তার ধূলিজালে বাতাস আচ্ছন্ন। এস আমরা প্রস্তুত হই। আমাদের ভাগ্যে হয়তো পতন আছে। আর শত্রুদের আছে ফাঁদ।

তাঁরা চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

অরণ্য, টাইমনের গুহা। একটি সমাধি দেখা যাচ্ছে। সমাধিটি কাঁচা হাতের গড়া, কোনো শ্রীছাঁদ নেই। একজন সৈন্য টাইমনের খোঁজে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৈনিকটি খুঁজতে খুঁজতে আপন মনে বলে উঠল।

দেখে মনে হয়, এই তো জায়গা। বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলেও যাচ্ছে। হঠাৎ সমাধি দেখে সে চমকে উঠল, বললে কে রে? জবাব দে বলছি। এ কি জবাব নেই? তবে ওটা কি? আরো এযে দেখছি সমাধি। টাইমন তাহলে মারা গেছেন, তাঁর জীবনের দিন ফুরিয়ে গেল। এখানে তো মানুষ থাকতে পারে না, থাকে মৃত মানুষ। এই তাঁর কবর। কবরের উপরে ও কি লেখা? আমি তো পড়তে পারি না। আমি মোমের ছাপে ঐ অক্ষরগুলো তুলে নিয়ে যাব। আমাদের সেনাপতি সব রকম লেখাপড়া জানেন। বয়েস কম হলেও পাকা লোক। গর্বিত অ্যাথেন্সের বিরুদ্ধে তাই তো তিনি অভিযান করেছেন। তাঁর কামনা অ্যাথেন্সের পতন।

সৈনিকটি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

॥ চার ॥

অ্যাথেন্সের নগর-রাষ্ট্র। তারই প্রাচীরের বাইরে তুমুল কোলাহল। দামামা বাজছে। আলসিবিয়াডিস এসে সসৈন্যে দাঁড়ালেন। আক্রমণ করবেন এই প্রাচীর ঘেরা অ্যাথেন্সকে, তার তোরাণদ্বারগুলি ভগ্ন করে দেবেন নিদারুণ দণ্ডের প্রহারে। তারপর ধ্বংসের অস্ত্র নিয়ে ঢুকবেন নগরীতে। ক্রন্দনের রোল বইয়ে দেবেন দিকে দিকে। তিনি সেনাদলকে বললেন।

সৈন্যগণ, এই উচ্ছৃঙ্খল আর ভীরু নগরীকে শুনিয়ে দাও আমাদের আগমন বার্তা।

সঙ্গে সঙ্গে দামামা ও শিঙা বেজে উঠল। চারিদিকে প্রতিধ্বনি, যেন নগরী কেঁপে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। শুধু প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে মরছে। এবার প্রাচীরের উপরে একে একে এসে দেখা দিলেন সীনেটসভ্যগণ।

আলসিবিয়াডিস ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে একটা স্তম্ভের উপর উঠে বললেন,

এতদিন তোমরা উচ্ছৃঙ্খলতাকেই আইন বলে চালিয়েছ, নিজেদের ইচ্ছাই ছিল তোমাদের বিধান। বিচারালয়ের ন্যায়াধীশ সে-বিধান মেনে নিতে বাধ্য হোতেন। তোমাদের ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় আমরা যারা নিদ্রা যেতাম, আমরা ছিলাম হস্তপদবদ্ধ জীব, আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুধু ঝরে পড়ত। সে তো ছিল নিষ্কলঙ্কতারই প্রমাণ। কিন্তু সময় এসেছে আজ, যখন বাঁকা শিরদাড়া সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে, চিৎকার করে বলছে, আর নয়। এখন তো অন্যায় তোমাদের বিরাট সিংহাসনে বসে কেঁপে উঠছে, রুদ্ধনিঃশ্বাসে দণ্ডের প্রতীক্ষা করছে। ভীতি তার আশ্রয়, পলায়ন তার উপায়।

প্রথম সদস্য আলসিবিয়াডিসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে অভিজাত যুবক। শক্তি যখন তোমার ছিলনা, তখন ঐ দুঃখ তো ছিল তোমার গর্ব মাত্র। তোমার ভীতিরও কারণ ছিলনা তখন। তবু আমরা তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম, তোমার ক্রোধ শান্ত করতে চেয়েছিলাম— আমাদের অকৃতজ্ঞতাকে যথেষ্ট ভালবাসা দিয়েই মুছে দিতে চেয়েছিলাম।

আমরা টাইমনকেও ফিরে আসতে অনুরোধ করেছিলাম, দ্বিতীয় সদস্য জানালেন। তিনি তখন বদলে গেছেন, তবু তাঁকে মিনতি করেছিলাম। আমরা নির্দয় নই সেনাপতি, আমরা যুদ্ধের আঘাত তো নিবারণ করতেই চাই। আর আমরা সবাই যুদ্ধের শীকার হবার মতো অযোগ্য নই।

যাদের কাছ থেকে দুঃখ এসেছে, প্রথম সদস্য আবার বলে উঠলেন, তাদের হাত তো এই প্রাচীর গড়েনি। তারা এমন কেউ নয় যে, তাদের পাপে মিনারময় এই বিজয়ের স্তম্ভ শোভিত বিদ্যার আগার নগরী ধ্বংসীভূত হবে। তাদের ব্যক্তিগত পাপে কেন এর পতন হবে বল!

আলসিবিয়াডিস অ্যাথেন্সের নাগরিক। তিনি ব্যক্তিগত কারণে তাঁর জন্মভূমি ধ্বংস করবেন কেন—এই কথাই সবিনয়ে বোঝাতে চাইলেন সীনেট-সদস্যগণ। তাঁদের কাকুতি প্রাচীরের উপর থেকে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর কানে। ছড়িয়ে পড়ল কি প্রান্তরে?

আলসিবিয়াডিস কথা বলছেন না, নীরবে শুনছেন।

দ্বিতীয় সীনেট সদস্য বলে উঠলেন, তোমার বিরুদ্ধে যারা দুরভিসন্ধি করেছিল, তারা আজ কেউ জীবিত নেই। তারা চাতুরি অবলম্বন করেছিল, সেই চাতুরী তাদের বুক ভেঙে দিয়েছে। হে উদার সেনাপতি, এস, আমাদের নগরীতে সেনাদল নিয়ে এসে প্রবেশ কর, তোমার নিশান উড়ুক বিজয় গর্বে। যদি চাও, তুমি ধ্বংসের স্রোত বহাতে পার, মৃত্যুর রাজস্ব আদায় করতে পার। যদি তোমার প্রতিশোধের ক্ষুধা থেকে থাকে তাই কর—কিন্তু প্রকৃতির তো ঐ খাদ্যের প্রতি চরম ঘৃণা—সেই ঘৃণাও যদি তোমার না থাকে, তাহলে অভিশপ্ত এই সীনেটসদস্যদের গ্রহণ কর! যারা দাগী, তারাই মরুক!

এখনো স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছেন আলসিবিয়াডিস, চারি দিকে সেনাদল ঘিরে আছে, কিন্তু তিনি নীরব।

প্রথম সীনেট সদস্য এবার বললেন, সবাই তো তোমার কাছে অপরাধ করে নি। তাদের উপর তো তোমার প্রতিশোধ নেওয়া সাজে না। ভূমির মতোই পাপ তো ওয়ারিশানসূত্রে পাওয়া যায় না। তাহলে হে আমার স্বদেশবাসী, তোমার সেনাদল নিয়ে নগরে প্রবেশ কর, কিন্তু ক্রোধকে বাইরে রেখে এস।

তোমার শৈশবের শয্যা অ্যাথেন্সকে নিষ্কৃতি দাও, বাঁচাও তোমার প্রিয়জনদের—তারা তো তোমার ক্রোধবহ্নিতে আহুতি পড়বে অপরাধীদের সঙ্গে। মেষপালকের মতো তুমি খোয়াড়ের কাছে এসে দাঁড়াও, যারা সংক্রামিত তাদের বেছে নাও—কিন্তু সবাইকে হত্যা কোরো না।

তুমি যা করতে চাও, হাসিমুখে কর, তরবারীর মুখে করতে চেয়ো না। দ্বিতীয় সদস্য বললেন।

তুমি পা বাড়িয়ে দাও, প্রথম সদস্য আবার মিনতি করলেন, আমাদের তোরণদ্বার খুলে যাবে। তুমি প্রবেশের আগে তোমার ঐ কোমল হৃদয়কে দূত পাঠাবে—সে জানিয়ে দেবে—বন্ধুভাবেই তুমি প্রবেশ করবে।

তোমার হাতের দস্তানা সম্মানের প্রতীক হিসেবে আমাদের দাও, দ্বিতীয় সদস্য বললেন। আমরা তোমার সকল কামনা পূর্ণ করব। তুমি জানিয়ে দাও, যুদ্ধ তুমি করবে, কিন্তু সে আমাদেরই জন্য—আমাদেরই জন্য—আমাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমার সমস্ত শক্তি এই নগরীতেই ঠাঁই নিক। বলেছি তো, তোমার কামনা আমরা পূর্ণ করব।

এতক্ষণ নীরব ছিলেন আলসিবিয়াডিস, এবার বললেন, এই নাও আমার সম্মানের প্রতীক। প্রাচীর থেকে নেমে খুলে দাও তোরণদ্বার। আমার আর টাইমনের শত্রুরাই ধ্বংস হবে, তাছাড়া কারো পতন হবে না। আর এই নগরীর চিরাচরিত আইন কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। যেই অপরাধী হোকনা কেন, জনগণের আইনে তার বিচার হবে।

চমৎকার কথা! সীনেটসভ্য দুজন বলে উঠলেন।

তাহলে নেমে এস, তোমাদের কথা রাখ, আলসিবিয়াডিস আদেশ দিলেন।

প্রাচীর থেকে নেমে এলেন সীনেটসদস্যরা, নগরীর দ্বার খুলে দিলেন।

দামামা বেজে উঠল, আলসিবিয়াডিস সসৈন্যে প্রবেশ করবেন, এমন সময় একটি সৈনিক ও একজন আরিন্দা এসে ঢুকল। সৈনিকটি এসে আলসিবিয়াডিসকে অভিবাদন করে জানালে,

সেনাপতি, টাইমন মৃত। সমুদ্রের ধারে কবরে তিনি শুয়ে আছেন, তাঁর কবরের উপরের লিপি মোমের ছাঁচে তুলে এনেছি, আমি তো পড়তে পারি না, আমি মূর্খ।

আলসিবিয়াডিস তার হাত থেকে সেই ছাঁচখানি নিয়ে পড়তে লাগলেন,

এখানে শুয়ে আছে এক হতভাগ্যের দেহ, এক অভিশপ্ত আত্মা। আমার নাম চেয়োনা জানতে।

আমি টাইমন, এখানে শয়নে, যে জীবীত থাকতে সমস্ত জীবকে ঘৃণা করত।

তার পাশ দিয়ে চলে চাও, যত খুশি দাও অভিশাপ। কিন্তু চলে যেয়ো, বারেকের তরে থেমোনা।

আলসিবিয়াডিস বলে উঠলেন, তোমার পরিচয় এতে আছে। তুমি মানুষের দুঃখকে অবহেলা করতে, আমাদের বুদ্ধিকে ঘৃণা করতে, কিন্তু তোমার জন্যে মানুষ না কাঁদুক, কাঁদছেন ঐ সাগরের দেবতা বিরাট নেপচুন, তোমার কবরের উপর আছড়ে পড়ছেন ক্রন্দনে। মৃত, উদার টাইমন মৃত। তার স্মৃতি তো আমরা বাঁচিয়ে রাখবো। চল, আমাকে নগরীর ভিতরে নিয়ে চল সভাসদগণ, আমি তরবারী বদ্ধ করে রাখলাম; উত্তোলন করব না। শান্তির প্রতীক জলপায়ের পাতাই ব্যবহার করব, কিন্তু তরবারীও আমাকে আর এক হাতে ধরে থাকতে হবে। যুদ্ধকে খর্ব করবে, তারা পরস্পরকে জোঁক দিয়ে রক্ত মোক্ষমে ব্যবস্থা করবে। যুদ্ধে আমি শান্তি সৃষ্টি করব। চল, চল, বাজুক দামামা। আলসিবিয়াডিস মুক্ত দ্বারপথে এগিয়ে চললেন, সঙ্গে সঙ্গে দামামা বেজে উঠল।

এমন সময় যবনিকা নেমে এল।

সমাপ্ত